হেন যে গোবিন্দ প্রভু, পাইনু যাঁহা হৈতে ।
তাঁহার চরণ-কৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥ ২২৭ ॥

নিত্যানন্দ-গৌরের আশ্রয়ে রাধাগোবিন্দ-ভজনই বৈষ্ণবতা ঃ—

বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল ।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ, পরম মঙ্গল ॥ ২২৮ ॥
যাঁর প্রাণধন—নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য ।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥ ২২৯ ॥

নিত্যানন্দ-কৃপাতেই বৈষ্ণবপাদপদ্ম-লাভ ঃ—

সে বৈষ্ণবের পদরেণু, তার পদছায়া ।
অধমেরে দিল প্রভু-নিত্যানন্দ-দয়া ॥ ২৩০ ॥
'তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়'—প্রভুর বচন ।
সেই সূত্র—এই তার কৈল বিবরণ ॥ ২৩১ ॥

নিত্যানন্দ-কৃপায় সর্ব্বাভীষ্ট-পূরণ ঃ—

সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয় ।
সেই সব লভ্য এই প্রভুর কৃপায় ॥ ২৩২ ॥
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া ।
নিত্যানন্দ-গুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥ ২৩৩ ॥
নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ-মহিমা অপার ।
'সহস্রবদনে' শেষ নাহি পায় যাঁর ॥ ২৩৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চম-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩২। আয়—আসিয়া।

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২২৮-২২৯। শ্রীবৃন্দাবনবাসী সকল বৈষ্ণবই পরমমঙ্গলময়, কৃষ্ণনাম-পরায়ণ ও কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তির আশ্রিত। তাঁহাদের প্রাণধন—শ্রীগৌরনিত্যানন্দ। রাধাকৃষ্ণের নিত্যসেবা ব্যতীত তাঁহারা অন্য কোন কাল্পনিক ভক্তির কথা জানেন না। অধুনা প্রাচীন শুদ্ধভক্তগণের ভজন-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ নবীন পন্থাসমূহ উদ্ভাবন করিতেছেন। কেহ বলেন,—'শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ হউন্ বা না হউন্, তাঁহার গৌর-নামই আমাদের ভাল লাগে, রাধাকৃষ্ণ-নাম তাদৃশ রুচিপ্রদ নহে। আমাদের 'নদীয়া-নাগরী' ভাবে মধুর (সম্ভোগ)-রসে গৌরের উপাসনাই গৌর-ভক্তি! নাগরীভাবে গৌরের উপাসনা না করিলে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বতন্ত্র অবতারের সার্থকতা কি?' এরূপ কুমত পূর্ব্বে উদ্ভাবিত না হইলেও কলিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব-পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে এরূপ উৎকট ভাবাবলী প্রসারিত হইতেছে দেখিয়া শুদ্ধভক্ত-মণ্ডলী দুঃখিত হইতেছেন। দুষ্পারা মায়ার ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা আরও একটু বড় বুদ্ধি করেন ; অর্থাৎ 'রাধা ও কৃষ্ণ' উভয়ের মিলিত তনু বলিয়া গৌরাঙ্গ একক-কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! কেহ কেহ আবার প্রাকৃত স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসক-সমাজের পদানত হইয়া গৌর, গৌরধাম, গৌরশক্তি ও গৌরভক্তির বিরোধী হইয়া প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানবলে রাধাকৃষ্ণ-ভজনের কল্পনা করেন। এই উভয় সম্প্রদায়ই ষড়্‌গোস্বামীর বিশুদ্ধমত-বিরোধী, সুতরাং ভগবদ্ভক্তিবিহীন, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নাস্তিক ও কলির দাস। ভবিষ্যৎকালে কল্পনাবলে হরিবিমুখ দাম্ভিকগণ আপনাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দরের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীগৌরবস্তুকে বিস্মৃত হইয়া রাধাকৃষ্ণে ভক্তি ছাড়িয়া দিবে এবং তাহাদের কুবাসনাগর্ভজাত নিজ-কল্পিত গৌরকে দুর্ভাগ্য-জীবের বঞ্চনের জন্য বহুমানন করিবে—একথা সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী অনুধাবন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিতজনের একমাত্র আরাধ্যই শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের শ্রীচরণ-যুগল।

২৩১। বৃন্দাবনে বৈষ্ণবাদেশে শ্রীচরিতামৃত-লেখার মূল সূত্র—নিতাইর কৃপাদেশ। আদি, ৫ম পঃ ১৯৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩৪। মধ্য, ২১শ পঃ ১০ ও ১২ সংখ্যা এবং ভাঃ ২।৭।৪১ এবং ১০।১৪।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমদদ্বৈত-আচার্য্যপ্রভুর স্বরূপ ও মহিমা দুই শ্লোকের বিচারদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। মায়ার দুইটী বৃত্তি—নিমিত্ত ও উপাদান। প্রকৃতিতে লক্ষিত নিমিত্ত-কারণরূপ পুরুষাবতারের নাম 'মহাবিষ্ণু'। উপাদানরূপ প্রধানতত্ত্বে মহাবিষ্ণুর দ্বিতীয়স্বরূপই 'অদ্বৈত'। সেই অদ্বৈত জগৎ-সৃষ্ট্যাদির কার্য্যে কর্ত্তাবিশেষ এবং ভক্তভাব স্বীকার করত জগতে ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি যে চৈতন্যের দাস, একথা বলিতে তাঁহার মাহাত্ম্যই বৃদ্ধি পায় ; যেহেতু অন্তর্ভূত দাস্য-ভাব ব্যতীত কোনরসেই কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করা যায় না। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

অদ্বৈতাচার্য্য-কৃপায় তৎস্বরূপনিরূপণে সামর্থ্য ঃ—

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্ ।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

পঞ্চশ্লোকে কহিল শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব ।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব ॥ ৩ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ১২শ ও ১৩শ শ্লোকের ব্যাখ্যা ঃ—

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

মহাবিষ্ণুর্জ্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ৫ ॥

শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব ও মহত্ত্ব ঃ—

অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥ ৬ ॥

মহাবিষ্ণুর অবতার ঃ—

মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য ।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ॥ ৭ ॥

কারণার্ণবশায়ীর অভিন্নাংশ ঃ—

যে পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি করেন মায়ায় ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥ ৮ ॥

ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ ।
এক এক মূর্ত্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ॥ ৯ ॥

সে পুরুষের অংশ—অদ্বৈত, নাহি কিছু ভেদ ।
শরীর-বিশেষ তাঁর,—নাহিক বিচ্ছেদ ॥ ১০ ॥

জগদুপাদান-প্রধানের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ঃ—

সহায় করেন তাঁর লইয়া 'প্রধান' ।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণ ॥ ১১ ॥

মঙ্গলময় শ্রীঅদ্বৈত ঃ—

জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল-গুণধাম ।
মঙ্গল-চরিত্র সদা, 'মঙ্গল' যাঁর নাম ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞব্যক্তিও তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারেন, সেই অদ্ভুতচেষ্টাবিশিষ্ট শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যকে আমি বন্দনা করি।

৪-৫। যে মহাবিষ্ণু, মায়াদ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্ত্তা ; ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার। হরি হইতে অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত', ভক্তি-শিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলে—সেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্য-ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।

অনুভাষ্য

১। যস্য (অদ্বৈতপ্রভোঃ) প্রসাদাৎ (অনুকম্পয়া) অজ্ঞঃ অপি তৎস্বরূপং (বস্তুতত্ত্বং) নিরূপয়েৎ (নিরূপয়িতুং শক্নুয়াৎ) তম্ অদ্ভুতচেষ্টিতং (অদ্ভুতানি চেষ্টিতানি যস্য তং) শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যম্ [অহং] বন্দে।

২। যঃ জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণুঃ (নিমিত্তকারণাশ্রয়ঃ) মায়য়া অদঃ (বিশ্বং) সৃজতি, তস্য অবতারঃ এব অয়ম্ ঈশ্বরঃ (উপাদান-কারণাশ্রয়ঃ) অদ্বৈতাচার্য্যঃ।

৩। হরিণা (বিষ্ণুতত্ত্বেন সহ) অদ্বৈতাৎ (ভেদরাহিত্যাৎ হেতোঃ) 'অদ্বৈতং', ভক্তিশংসনাৎ (ভজনোপদেষ্টৃত্বাৎ হেতোঃ) 'আচার্য্যং', ভক্তাবতারম্ ঈশং তম্ অদ্বৈতাচার্য্যম্ আশ্রয়ে (প্রপদ্যে)।

১২। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—মহাবিষ্ণু। তিনি আচার্য্য। বিষ্ণুর আচরণ কর্ত্তৃসত্তায় মঙ্গলময়। তাঁহার মঙ্গলময়ী লীলা ও বস্তুত্বে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০। একই মায়া উপাদান-অংশে 'প্রধান' ও নিমিত্তাংশে 'মায়া'। মহাবিষ্ণু মায়ার এই দুইবৃত্তিতে দুইরূপে বিরাজমান। মহাবিষ্ণু একস্বরূপে 'প্রকৃতিস্থ' হইয়া জগতের নিমিত্তকারক, তাহাই 'বিষ্ণু'রূপ ; দ্বিতীয়স্বরূপে 'প্রধানস্থ' হইয়া রুদ্ররূপে 'অদ্বৈত'। অতএব পুরুষ হইতে অদ্বৈতের কিছুমাত্র ভেদ নাই—কেবল শরীরভেদ।

অনুভাষ্য

মাঙ্গল্য দর্শন করিলে জীবের মঙ্গল হয়। তিনি যাবতীয় মঙ্গলের আকর। তাঁহার সেবোন্মুখ আচরণ জগতে সকলেরই মঙ্গল বিধান করে। জগজ্জঞ্জালগণ এই শুদ্ধ, নিত্য, পূর্ণ ও মুক্ত মঙ্গল বুঝিতে না পারিয়াই আত্মবৃত্তি 'ভক্তি' হইতে বিচ্যুত হয়। ভোগবুদ্ধিমূলক কর্ম্মানুষ্ঠান, নির্ব্বিশিষ্ট মুক্তিলাভ প্রভৃতি কোন অমঙ্গলের কথা চিন্ময়গুণে গুণী শ্রীঅদ্বৈতে স্থান পায় না। তাঁহাকে অদ্বয়-বিষ্ণুতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, ভক্তিহীন ও কেবলাদ্বৈতবাদি-জ্ঞানে যে-সকল মায়ামোহিত আসুরস্বভাব জীবগণ তাঁহার অনুগমনের ছলনা করিয়াছিল, নিজমায়াদ্বারা তাহাদিগের আত্মম্ভরিতা পোষণ করাইবার ছলনায় আচার্য্যের সেই অভক্তগণকে যে দণ্ডবিধান, তাহাও মঙ্গলাচরণ মাত্র। বিষ্ণুবস্তু অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে জীবের মঙ্গলই উৎপন্ন করে। অমঙ্গলকে মঙ্গলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে বিষ্ণুমায়ার ঔপাদানিক আকর বুঝিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলেন,—অদ্বৈতপ্রভুর অপর নাম 'মঙ্গল' ছিল। তিনি নৈমিত্তিক অবতাররূপে প্রকৃতিতে উপাদান-শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকেন।

অসংখ্য বৈভব লইয়া পুরুষের সৃষ্টি ঃ—

কোটি অংশ, কোটি শক্তি, কোটি অবতার ।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার ॥ ১৩ ॥

মায়ার দুইরূপ ঃ—

মায়া যৈছে দুই অংশ—'নিমিত্ত', 'উপাদান' ।
'মায়া'—নিমিত্ত-হেতু, উপাদান—'প্রধান' ॥ ১৪ ॥

অনুভাষ্য

তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত বস্তু নহেন বা তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত গুণের আশ্রয় নহেন। তাঁহার চরিত্রানুকরণেই জীবের মঙ্গলোদয় হয়। তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে জীবের সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। বিষ্ণুবস্তুতে কোন প্রকার অনুপাদেয়, অবর, পরিচ্ছিন্ন, নির্ব্বিশেষ-ধর্ম্ম আরোপ করিতে নাই। তাঁহার বাস্তবসত্তা যাহা, তদ্বিষয়ে অপ্রাকৃত জ্ঞানলাভদ্বারাই জীবের নিঃশ্রেয়স-লাভ হয়।

১৪। মধ্য, ২০শ পঃ ২৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫। দৃশ্যজগতের আকর-নির্ণয়ে দুইপ্রকার বিচারপ্রণালী দৃষ্ট হয়। একপ্রকার মত এই যে,—সচ্চিদানন্দবস্তু হইতে জগৎ গৌণভাবে সৃষ্ট, মুখ্যভাবে সপরিকর গোলোক-বৈকুণ্ঠাদির প্রকাশ। অপর মত এই যে,—অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দের আকর—দুর্জ্ঞেয়, অব্যক্ত ও বস্তুভাব। বেদ-প্রয়োজন—বেদের চরমফল বেদান্ত—পূর্ব্বোক্ত মতের বক্তা ; আর সাংখ্যাদি স্মৃতি বস্তুবাদের বিরোধোদ্দেশে তদ্বিপরীত শেষোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। দৃশ্যজগৎ অধিকাংশই অচিৎপ্রতীতিময়। প্রাণিগণে যে চিদাভাসধর্ম্ম গুণমায়া-রচিত বিশ্বের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাদৃশ চেতনধর্ম্মও প্রকৃতি হইতে গুণকর্ত্তৃক উৎপন্ন,—এই বিচারে উপাদান-কারণত্বে কেহ কেহ বেদান্ত-মতের সহিত ভেদ স্থাপন করেন। সর্ব্বকারণকারণ আকরবস্তুই শক্তিমৎতত্ত্ব ; শক্তিও শক্তিমৎতত্ত্বে অবস্থিত। দৃশ্যজগৎ যে-প্রকার শক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন শক্তিসমূহও সেই বৃহৎ পালক-বস্তুতে নিত্যকাল অবস্থিত। যাঁহারা দৃশ্যজগতের বিষয়-সেবায় আবদ্ধ, তাঁহারা জাগতিক শক্তির উপলব্ধি করিয়া তাহারই শক্তিমান্-মাত্র বলিয়া ভগবান্‌কে মনে করেন। তাঁহারা,—একমাত্র শক্তি হইতে শক্তিমৎতত্ত্ব প্রসূত হইয়াছে এবং খণ্ড-শক্তিমান্‌গুলিকে প্রাকৃত-জ্ঞানে অখণ্ড-শক্তিমত্তা ও প্রকৃতি হইতে জাত—এরূপ অপসিদ্ধান্ত করেন। জাগতিক ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে যে সদসৎ জ্ঞেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাকেই 'আকর' বলিয়া বিচার করিতে গেলে অচিৎ হইতেই চেতনের উদ্ভব—এরূপ স্থিরীকৃত হয় বটে ; কিন্তু প্রকৃত সত্য—শক্তিবিশিষ্ট বাস্তব-বস্তুতেই অধিষ্ঠিত। যে বস্তু দেশকাল-পাত্র সৃষ্টি করে, সেই বস্তুকে মূল-কারণরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া বহু-বিচিত্রতাময় অসংখ্য-বস্তুকে প্রথমেই গ্রহণ করিয়া তাহা

দুই মূর্ত্তিতে কারণার্ণবশায়ীর সৃষ্টি ঃ—

পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি হইয়া ।
বিশ্ব-সৃষ্টি করে 'নিমিত্ত', 'উপাদান' লঞা ॥ ১৫ ॥

স্বয়ং—নিমিত্ত এবং অদ্বৈতপ্রভু—'উপাদান'-কারণ ঃ—

আপনে পুরুষ—বিশ্বের 'নিমিত্ত'-কারণ ।
অদ্বৈত-রূপে 'উপাদান' হন নারায়ণ ॥ ১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫। যেরূপ প্রকৃতিতে 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান'—দুইভাগ, তদ্রূপ পুরুষ, 'মহাবিষ্ণু'রূপে নিমিত্ত এবং 'অদ্বৈত'রূপে উপাদান—এই দুইমূর্ত্তি হইয়া বিশ্ব সৃষ্টি করেন।

অনুভাষ্য

হইতে অনুমিতি-ন্যায়াবলম্বনে একের দিকে অগ্রসর হইবার পদ্ধতি—'অধিরোহ-বাদ' নামে খ্যাত। 'অবরোহ-বিচারে' বস্তুই সর্ব্বকারণকারণ ; তাঁহাতে অনন্তশক্তি বর্ত্তমান বলিয়া তিনি সবিশেষতত্ত্ব। তাঁহার নির্ব্বিশেষত্বও অসংখ্য সবিশেষ-বিচারের মধ্যে অন্যতম। অচিদ্বস্তুর ধারণা হইতে তাহাকে কার্য্যজ্ঞানে তৎকারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাদৃশ মাদকদ্রব্য-সঙ্গজনিত বুদ্ধি জন্মে। 'প্রকৃতপক্ষে জড়া প্রকৃতিই মূলকারণ'—এরূপ ধারণা বাস্তব সত্য হইতে পৃথক্। অনন্তশক্তিমান্ পরমেশ্বর-বস্তুর ঈক্ষণ-শক্তি হইতেই অব্যক্ত ও অচিচ্ছক্তিপরিণত জগৎ। প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে প্রাপ্ত শক্তি লাভ করিয়াই জীবের জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কালদেশান্তর্গত জগৎ নির্ম্মাণ করেন। অনন্তশক্তিমান্ বাস্তব-বস্তু জগৎনির্ম্মাণের শক্তিদ্বারাই বদ্ধজীবের নিকট উপলব্ধ হন। বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-বিবেকাভাব হইতেই এইরূপ বিচার-ভ্রান্তি জীবের 'বিবর্ত্ত' উৎপন্ন করে। সত্যের প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবদ্বিমুখ জীব ভোগযোগ্য জগতে বিচরণ করিয়া সত্যবস্তুর সন্ধান পান না।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ, ২ অঃ ২ পা)—"সাঙ্খ্যাচার্য্যঃ কপিলস্তত্ত্বানি সংজগ্রাহ,—সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্মহান্, মহতোঽহঙ্কারঃ. অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি, উভয়মিন্দ্রিয়ং, স্থূলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণ ইতি। সাম্যেনাবস্থিতানি পুরুষসত্ত্বাদীনি প্রকৃতিঃ। তানি চ সুখদুঃখমোহাত্মকানি ক্রমাদ্বোধ্যানি,—তৎকার্য্যে জগতি সুখাদিরূপত্বদর্শনাৎ। তথাহি তরুণী রত্যা পত্যুঃ সুখদেতি সাত্ত্বিকী ভবতি, মানেন দুঃখদেতি রাজসী, বিরহেণ মোহদেতি তামসী চেত্যেবং সর্ব্বে ভাবা দ্রষ্টব্যাঃ। উভয়মিন্দ্রিয়মিতি দশ বাহ্যেন্দ্রিয়াণ্যেকমন্তরিন্দ্রিয়ং মন ইত্যেকাদশেত্যর্থঃ। নিত্যা বিভ্বী চ প্রকৃতিঃ। মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্। ন পরিচ্ছিন্নং সর্ব্বোপাদানম্। "সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্বম্" ইতি সূত্রেভ্যঃ। মহদহঙ্কার-পঞ্চতন্মাত্রাণি

অনুভাষ্য

সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ। অহমাদেঃ প্রকৃতয়ঃ, প্রধানাদেস্তু বিকৃতয় ইতি। একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চভূতানি চেতি ষোড়শ বিকৃতয় এব। পুরুষস্তু নিষ্পরিণামত্বান্ন কস্যাপি প্রকৃতির্ন চ বিকৃতিরিতি। সা খলু প্রকৃতির্নিত্যবিকারা স্বয়মচেতনাঽপ্যনেকচেতন-ভোগাপবর্গ-হেতুরত্যন্তাতীন্দ্রিয়াপি তৎকার্য্যেণানুমীয়তে। একৈব বিষমগুণা সতী পরিণামশক্ত্যা মহদাদিবিচিত্ররচনং জগৎ প্রসূতে ইতি জগন্নিমিত্তোপাদানভূতা সেতি। পুরুষস্তু নিষ্ক্রিয়ো নির্গুণো বিভু-চিৎ প্রতিকায়ং ভিন্নঃ সঙ্ঘাতপরার্থাদনুমেয়শ্চ সঃ। বিকার-ক্রিয়য়োর্বিরহাৎ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োর্বিরহঃ। এবং স্থিতে প্রকৃতি-পুরুষয়োস্তত্ত্বে সন্নিধিমাত্রাৎ তয়োর্মিথোধর্ম্মবিনিময়ঃ—প্রকৃতৌ চৈতন্যং পুরুষে তু কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বয়োরধ্যাসো ভবতি। ইত্থম-বিবেকাৎ ভোগঃ, বিবেকাৎ তু অপবর্গঃ। প্রকৃত্যৌদাসীন্যবপু-রিত্যেবমাদীনর্থান্ সোপপত্তিকৈঃ সূত্রৈর্নিববন্ধ। অস্যাং প্রক্রিয়ায়াং প্রত্যক্ষানুমানাগমান্ প্রমাণানি মেনে। ত্রিবিধং প্রমাণং, তৎসিদ্ধৌ সর্ব্বসিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিরিতি। তত্র প্রত্যক্ষাগমসিদ্ধেষ্বর্থেষু নাতীব বিসংবাদঃ। যত্তু "পরিমাণাৎ", "সমন্বয়াৎ", "শক্তিতশ্চ" ইত্যাদি-সূত্রৈঃ প্রধানং জগৎকারণমনুমিতং, তন্নিরস্যং ভবতি,—তেনৈব সর্ব্বতন্মত-নিরাসাৎ। তত্র প্রধানং জগন্নিমিত্তোপাদানং ভবেৎ ন বেতি সংশয়ে, প্রধানমেব তথা জগতঃ সাত্ত্বিকাদিরূপত্বাৎ প্রধান-স্যৈব সত্ত্বাদিরূপস্য তদুপাদানত্বেনানুমানাৎ। ঘটাদিকার্য্যস্যো-পাদানং খলু তৎ-সজাতীয়ং মৃদাদ্যেব দৃষ্টম্। ফলতি বৃক্ষশ্চলতি জলমিতিবৎ জড়স্যাপি তস্য কর্তৃত্বঞ্চ। তস্মাৎ প্রধানমেব জগদু-পাদানং জগৎকর্তৃ চেত্যেবং প্রাপ্তে, (ব্রঃ সূঃ ২ অঃ, ২ পা)—

"রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্" ॥ ১ ॥

অনুমীয়তে জগদ্ধেতুতয়েত্যনুমানং জড়ং প্রধানম্। তন্ন জগদুপাদানং, ন চ তন্নিমিত্তম্। কুতঃ?—রচনেতি। বিচিত্র-জগদ্রচনায়াশ্চেতনানধিষ্ঠিতেন জড়েন তেনাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। ন খলু চেতনানধিষ্ঠিতৈরিষ্টকাদিভিঃ প্রাসাদাদিরচনা সিদ্ধা লোকে। চ-শব্দেনান্বয়ানুপপত্তিঃ সমুচ্চিতা। ন হি বাহ্যা ঘটাদয়ঃ সুখাদি-রূপতয়ান্বিতাঃ। সুখাদীনামান্তরত্বাৎ ঘটাদীনাং সুখাদিহেতুত্বাৎ তদ্রূপত্বাপ্রতীতেশ্চ ॥ ১ ॥

"প্রবৃত্তেশ্চ" ॥ ২ ॥

জড়স্য চেতনাধিষ্ঠিতত্বে সতীতি শেষঃ। যস্মিন্নধিষ্ঠাতরি সতি জড়ং প্রবর্ত্ততে, তস্যৈব সা প্রবৃত্তিরিতি নিশ্চিতং রথ-সূতাদৌ। ইত্থঞ্চ ফলতীত্যাদিকং প্রত্যুক্তম্। তত্রাপি চেতনা-ধিষ্ঠিতত্বাৎ তচ্চান্তর্যামিব্রাহ্মণাৎ। এতৎ পরত্র স্ফুটীভাবি। চোঽবধারণে। অহং করোমীতি চেতনস্যৈব প্রবৃত্তিদর্শনাৎ জড়স্য কর্তৃত্বং নেতি বা। ননু প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সন্নিধিমাত্রেণ মিথো ধর্ম্মাধ্যাসাৎ জগদ্-রচনোপপত্তিরিতি চেদুচ্যতে,—অধ্যাসহেতুঃ সন্নিধিঃ কিং তয়োঃ সদ্ভাবঃ কিংবা প্রকৃতিপুরুষগতঃ কশ্চিদ্বিকার ইতি? নাদ্যঃ—মুক্তানামপ্যধ্যাসপ্রসঙ্গাৎ অন্ত্যোঽপি ন,—তাবৎ প্রকৃতি-গতো বিকারঃ অধ্যাস-কার্য্যতয়াভিমতস্য তস্যাধ্যাস-হেতুত্বাযোগাৎ ; ন চ পুরুষগতঃ, অস্বীকারাৎ ॥ ২ ॥

ননু পয়ো যথা দধিভাবেন স্বতঃ পরিণমতে, যথা চাম্বু বারিদমুক্তমেকরসমপি তালচূতাদিষু মধুরাম্লাদিবিচিত্ররসরূপেণ, তথা প্রধানমপি পুরুষকর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ তনুভুবনাদিরূপেণেতি চেৎ তত্রাহ,—

"পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি" ॥ ৩ ॥

তয়োঃ পয়োঽম্বুনোরপি চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিঃ, ন তু স্বতঃ রথাদিদৃষ্টান্তেন তথানুমানাৎ। তয়োস্তদধিষ্ঠিতত্বং চান্তর্যামিব্রাহ্মণাৎ সিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

"ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ" ॥ ৪ ॥

অপ্যর্থে চ-কারঃ। সৃষ্টেঃ প্রাক্ প্রধানব্যতিরেকেণ হেত্বন্তরা-নবস্থিতেরনপেক্ষত্বান্ন কেবলস্য প্রধানস্য স্বপরিণামকর্তৃত্বম্। প্রধানব্যতিরিক্তস্তৎপ্রবর্ত্তকস্তন্নিবর্ত্তকো বা হেতুরাদিসর্গাৎ পূর্ব্বং নাবতিষ্ঠতে ইতি যৎ স্বীকৃতং, তস্যাপি পুনরপেক্ষণাৎ,—চৈতন্য-সন্নিধের্হেত্বন্তরস্যাঙ্গীকারাদিতি যাবৎ ; তথা চ কেবলজড়কর্তৃত্ব-বাদভঙ্গঃ। কিঞ্চ, ব্যতিরিক্তহেত্বভাবাৎ সন্নিধিসত্ত্বাচ্চ প্রলয়েঽপি কার্য্যোদয়প্রসঙ্গঃ। ন চ তদাদৃষ্টোদ্বোধাভাবাৎ কার্য্যাভাবস্তদুদ্বোধ-স্যাপি তদৈবাপাদ্যমানত্বাৎ ॥ ৪ ॥

ননু লতাতৃণপল্লবাদি বিনৈব হেত্বন্তরং স্বভাবাদেব ক্ষীরা-কারেণ পরিণমতে, তথা প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণেতি চেত্ত-ত্রাহ—

"অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ" ॥ ৫ ॥

অবধৃতৌ চ-শব্দঃ। নৈতচ্চতুরস্রম্। কুতঃ?—অন্যত্রাভাবাৎ। বলীবর্দ্দাদিভক্ষিতে তৃণাদিকে ক্ষীরাকারপরিণামাভাবাদিত্যর্থঃ। যদি স্বভাবাদেব তৃণাদি ক্ষীরাত্মনা পরিণমতে, তর্হি চত্বরাদি-পতিতেঽপি তথা স্যান্ন চৈবমস্ত্যতো ন স্বভাবমাত্রং হেতুঃ ; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধাৎ সর্ব্বেশসঙ্কল্প এব তথেতি ॥ ৫ ॥

প্রধানস্য জাড্যাৎ স্বতঃপ্রবৃত্তির্ন সম্ভবীত্যাপাদিতম্। অথ ত্বন্মুখোল্লাসায় তাঞ্চেদভ্যুপগচ্ছামস্তথাপি ন কিঞ্চিত্তবাভীষ্টং সিদ্ধ্যেদিত্যাহ—

"অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ" ॥ ৬ ॥

চতুর্ষু নেত্যনুবর্ত্ততে। পুরুষো মাং ভুক্ত্বা মদ্দোষাননুভূয় মদৌদাসীন্যলক্ষণং মোক্ষং প্রাপ্স্যতীতি তদ্ভোগাপবর্গার্থং প্রধান-প্রবৃত্তিং মন্যতে। প্রধানপ্রবৃত্তিঃ পরার্থা, স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্র-কুঙ্কুমবহনবদিতি। অকর্ত্তাপি পুরুষো ভোক্তেতি চ মন্যতে। অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদবদিতি। সৈষা প্রবৃত্তির্ন যুক্তা

অনুভাষ্য

মন্তম্। কুতঃ?—তস্যাঃ স্বীকারে ফলাভাবাৎ। পুরুষস্য প্রকৃতি-দর্শনরূপো ভোগস্তদৌদাসীন্যরূপো মোক্ষশ্চ প্রবৃত্তেঃ ফলম্। তত্র ভোগস্তাবন্ন সম্ভবতি, প্রবৃত্তেঃ প্রাক্ চৈতন্যমাত্রস্য নির্ব্বিকার-স্যাকর্ত্তুঃ পুরুষস্য তদ্দর্শনরূপবিকারাযোগাৎ। ন চাপবর্গঃ, প্রাগপি প্রবৃত্তেস্তস্য সিদ্ধত্বেন তদ্বৈয়র্থ্যাৎ। সন্নিধিমাত্রস্য ভোগহেতুত্বে তু মুক্তানামপি তদাপত্তিঃ, তস্য নিত্যত্বাৎ ॥ ৬ ॥

ননু যথা গতিশক্তিরহিতস্য দৃক্শক্তিসহিতস্য পঙ্গুপুরুষস্য সন্নিধানাদ্ গতিশক্তিমান্ দৃক্শক্তিরহিতোঽপ্যন্ধঃ প্রবর্ত্ততে, যথা চায়স্কান্তাশ্মনঃ সন্নিধানাজ্জড়মপ্যয়শ্চলতি, এবং চিন্মাত্রস্য পুংসঃ সন্নিধানাদচেতনাপি প্রকৃতিস্তচ্ছায়য়া চেতনেব তদর্থে সর্গে প্রবর্ত্তেতেতি চেত্তত্রাহ—

"পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি" ॥ ৭ ॥

তথাপি তেনাপি প্রকারেণ জড়স্য স্বতঃ প্রবৃত্তির্ন সিদ্ধ্যতি। পঙ্গোর্গতিবৈকল্যেঽপি বর্ত্মদর্শন-তদুপদেশাদয়োঽন্ধস্য দৃক্শক্তি-বিরহেঽপি তদুপদেশ-গ্রহাদয়ো বিশেষাঃ সন্তি। অয়স্কান্তমণে-শ্চায়ঃসামীপ্যাদয়ঃ। পুরুষস্য তু নিত্যনিষ্ক্রিয়স্য নির্ধর্ম্মকস্য ন কোঽপি বিকারঃ। সন্নিধিমাত্রেণ তস্মিন্ স্বীকৃতে তস্য নিত্যত্বা-ন্নিত্যং সর্গো মোক্ষাভাবশ্চ প্রসজ্যেত। কিঞ্চ, পঙ্গ্বন্ধাবুভৌ চেতনৌ অয়স্কান্তায়সী চ দ্বে জড়ে ইতি দৃষ্টান্তবৈষম্যং বিস্ফুটম্ ॥ ৭ ॥

যত্তু গুণানামুৎকর্ষাপকর্ষবশেনাঙ্গাভাবাদ্বিশ্বসৃষ্টিরিতি মন্যতে, তন্নিরস্যতি—

"অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ" ॥ ৮ ॥

সত্ত্বাদীনাং সাম্যেনাবস্থিতিঃ প্রধানাবস্থা। তস্যাং চ নিরপেক্ষ-স্বরূপাণাং তেষাং কস্যচিদেকস্যাঙ্গিত্বং নোপপদ্যতে, ইতরয়োস্তৎ-সমত্বেন গুণীভাবাসম্ভবাৎ। তথা চ গুণানামঙ্গাঙ্গিভাবাসিদ্ধিঃ। ন চেশ্বরঃ কালো বা তৎকৃৎ, অস্বীকারাৎ। যথাহ কপিলঃ—ঈশ্বরা-সিদ্ধেঃ মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিরিতি। দিক্কালা-বাকাশাদিভ্য ইতি চ। ন চ পুরুষস্তৎকৃৎ তস্য তত্রৌদাসীন্যাৎ। তথাচ গুণবৈষম্যহেতুকঃ সর্গো নেতি। কিঞ্চৈবং হেত্বভাবাৎ প্রতিসর্গেঽপি তে বৈষম্যং ভজেরন্। আদিসর্গে তু ন ভজে-রন্নিতি ॥ ৮ ॥

ননু কার্য্যানুরোধেন গুণা বিচিত্রস্বভাবা ভবন্তীত্যনুমেয়ম্, তেন নোক্তদোষাবকাশ ইতি চেত্তত্রাহ—

"অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞ-শক্তিবিয়োগাৎ" ॥ ৯ ॥

বিচিত্রশক্তিকতয়া গুণানামনুমানেঽপি ন দোষান্নিস্তারঃ। কুতঃ?—জ্ঞেতি। জ্ঞাতৃত্ববিরহাদিত্যর্থঃ। ইদমহমেবঞ্চ সৃজামীতি বিমর্শাভাবাদিতি যাবৎ। জ্ঞানশূন্যাজ্জড়ান্ন সৃষ্টিরিষ্টকাদেরিবর্ত্তে চেতনাধিষ্ঠানাদিতি।"

সাঙ্খ্যাচার্য্য কপিল তত্ত্বসমূহ এইভাবে সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণের সাম্যা-

অনুভাষ্য

বস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, তাহা হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং স্থূল-ভূতসমূহ এবং পুরুষ—সাকল্যে এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। সাম্যরূপে অবস্থিত সত্ত্বাদি ত্রিগুণই প্রকৃতি। ঐ তিনটী গুণকে যথাক্রমে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক বলিয়া বুঝিতে হইবে, যেহেতু প্রকৃতির কার্য্যভূত জগতে সুখাদিভাবেরই দর্শন করা যায়। দৃষ্টান্ত যথা—তরুণী রতিদ্বারা পতির সুখদা হন—এইস্থলে 'সাত্ত্বিক' ভাবের প্রকাশ; তিনি আবার দুঃখদায়িনী হইয়া 'রাজসী', এবং মোহিনী হইয়া 'তামসী' হন। 'উভয় ইন্দ্রিয়'-শব্দে দশটী বহিরিন্দ্রিয় এবং একটী অন্তরিন্দ্রিয় মন,—সর্ব্বসাকল্যে এই একাদশটী ইন্দ্রিয়। প্রকৃতি নিত্যা ও বিভুত্বশালিনী। মূলে মূলের (চেতনের) অভাবপ্রযুক্ত মূল (প্রধান) অমূল অর্থাৎ কারণান্তর-রহিত। ঐ প্রধান অপরিচ্ছিন্ন ও সকলের উপাদান—"সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্বম্" ইত্যাদি সূত্র হইতে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র,—এই সাতটী প্রকৃতি-বিকার এবং অহঙ্কারাদির প্রকৃতিও প্রধানের বিকার; একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত,—এই ষোড়শটী বিকার। পুরুষ পরিণামহীন বলিয়া কাহারও প্রকৃতি বা বিকারও নহেন। ঐ প্রকৃতি নিত্য-বিকারবিশিষ্টা এবং নিজে অচেতন হইয়াও অনেক চেতনজীবের ভোগের ও অপবর্গের হেতু এবং ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও তাহার কার্য্যদ্বারা অনুমিত হয়েন। প্রকৃতি স্বয়ং এক হইয়াও বিষমগুণা বলিয়া পরিণামশক্তিদ্বারা মহদাদি বিচিত্ররচনাময় জগৎ প্রসব করেন। এইরূপেই প্রকৃতি জগন্নিমিত্তোপাদানরূপিণী। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ও প্রভু। তিনি চিৎস্বরূপ ও প্রতিদেহে ভিন্ন এবং প্রধানের পরিচালন হইতে অনুমেয়, এবং বিকার ও ক্রিয়ার অভাববশতঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-শূন্য। প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব এইরূপ হওয়ায় উভয়ের সান্নিধ্যমাত্রে পরস্পরের ধর্ম্মের বিনিময় হয়—প্রকৃতিতে চৈতন্যের এবং পুরুষে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অধ্যাস হইয়া থাকে। এইপ্রকার বিবেকের অভাবেই ভোগ এবং বিবেকেই অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ। প্রকৃতির প্রতি পুরুষের ঔদাসীন্যময় ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়সমূহ সোপপত্তিক সূত্রসমূহদ্বারা নিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ায় সাঙ্খ্যকার,—'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান' ও 'আগম'—এই তিনটী প্রমাণ মানিয়াছেন। উহাদের সিদ্ধিতেই সর্ব্বসিদ্ধি। (উপমানাদি উহাদেরই অন্তর্গত; উহারা অতিরিক্ত প্রমাণ নহে।) প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও আগমসিদ্ধ অর্থসমূহে অধিক বিসংবাদ নাই। "পরিণামাৎ", "সমন্বয়াৎ", "শক্তিতঃ" প্রভৃতি সূত্রসমূহদ্বারা যে প্রধানের জগৎকারণত্ব অনুমান করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহারই নিরাসের প্রয়োজন হইতেছে; কারণ, উক্ত মতের নিরাসদ্বারা সাঙ্খ্যের সকল মতেরই নিরাস করা যাইবে। তদ্বিষয়ে সংশয়

অনুভাষ্য

এই যে, 'প্রধান'—জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কি না? পূর্ব্বপক্ষ, প্রধানের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব, উভয়ই স্বীকার করেন। পূর্ব্বপক্ষ বলেন,—জগতের উপাদানরূপেই সত্ত্বাদিরূপ প্রধানের অনুমান করা হয়। উপাদান—কার্য্যের সমজাতীয়ই হইয়া থাকে; যথা ঘটাদি-কার্য্যের উপাদানরূপে মৃত্তিকাদিকেই সমজাতীয় দেখা গিয়াছে। জড়-বৃক্ষের ফলোৎপাদন ও তাদৃশ জলের চলন-দর্শনে জড় বা অচেতন-প্রধানেরও জগৎকর্তৃত্ব স্থির হয়। অতএব 'প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ'—এই পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের নিরাসার্থ প্রথম সূত্রের অবতারণা করিতেছেন,—

প্রধান—অচেতন, অতএব জড়-প্রধান জগতের উপাদান বা নিমিত্ত-কারণ নহে, যেহেতু এই জগতের বিচিত্র রচনা দেখিয়া চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত ঐ জড়প্রধানদ্বারা পরিদৃশ্যমান জগতের রচনা সিদ্ধ হয় না, বা অনুমান করা সঙ্গত নহে। এই জগতে চেতন-কর্তৃক অনধিষ্ঠিত ইষ্টকাদির দ্বারা কোনদিনই প্রাসাদাদি-নির্ম্মাণ সিদ্ধ হয় নাই। সূত্রোক্ত 'চ'-শব্দদ্বারা অন্বয়ের অনুপপত্তি সমুচ্চিত হইয়াছে। বাহ্য ঘটাদি পদার্থনিচয় কখনই সুখাদিস্বরূপে অন্বিত নহে ; কারণ, সুখাদি বিষয়সকল আন্তর ধর্ম্ম, সুতরাং বাহ্যবস্তুতে উহাদের অন্বয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ ঘটাদি পদার্থ উক্ত সুখাদির হেতু এবং সুখাদিরূপেও উহাদের প্রতীতি নাই ॥ ১ ॥

(দ্বিতীয় সূত্র—) প্রবৃত্তি দর্শন করিয়াও প্রধানের কারণত্ব সঙ্গত হয় না। চেতন-কর্তৃক অধিষ্ঠিত জড়েরই প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। যাহার অধিষ্ঠান হইলে জড়ের প্রবর্ত্তনা হয়, উহারই যে ঐ প্রবৃত্তি, তাহা নিশ্চিত। রথ ও সারথিই উহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এইরূপভাবেই 'বৃক্ষ ফল প্রসব করিতেছে' ইত্যাদি প্রধানের কারণতা-সম্বন্ধীয় দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে। ঐ স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান স্বীকৃত হইয়া থাকে ; যেহেতু অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে উহার উল্লেখ আছে। এই-ভাষ্যমধ্যে তাহা পরে বিস্ফুট করা হইবে। সূত্রোক্ত চ-শব্দ অবধারণে। 'আমি করিতেছি' এই দৃষ্টান্তে চেতনেরই প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া জড়ের কর্তৃত্ব সঙ্গত হইতেছে না। যদি বল—প্রকৃতি-পুরুষের সন্নিধিমাত্রে পরস্পরের ধর্ম্মের অধ্যাসবশতঃই জগৎ-রচনা? উত্তর—তাহাও বলা যায় না। আচ্ছা, যে সন্নিধি পরস্পরের ধর্ম্মাধ্যাসের কারণ, ঐ সন্নিধি কি প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েরই সদ্ভাব, অথবা প্রকৃতি-পুরুষগত কোন বিকার? উত্তর—উহা উভয়ের সদ্ভাব ত' নহেই, কেননা তাহা স্বীকার করিলে মুক্তপুরুষসকলেরও অধ্যাস-প্রসঙ্গ হয়। ঐ সন্নিধি—প্রকৃতিগত বিকারও নহে ; কারণ অধ্যাস-কার্য্যরূপে অভিমত এই প্রকৃতিগত বিকারের অধ্যাস-হেতুত্বের সম্ভাবনা থাকে না। ঐরূপ, উহা পুরুষগত বিকারও নহে, কারণ, তাহা অর্থাৎ

অনুভাষ্য

পুরুষগত বিকারও অস্বীকার্য্য। অতএব 'প্রধান' জগৎ-কারণ হইতে পারে না ॥ ২ ॥

যদি বল—দুগ্ধ যেরূপ আপনা হইতে দধিরূপে পরিণত হয় এবং একই মেঘনির্ম্মুক্ত জল যেরূপ একরস হইয়াও তাল ও আম্রাদিফলে মধুর ও অম্লাদি বিচিত্র রসরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ একই প্রধান, পুরুষের কর্ম্মবৈচিত্র্যানুসারে দেহ-জগদাদি-রূপে পরিণত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন,—

(তৃতীয় সূত্র—) দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি অচেতন-বস্তুসমূহেরও চেতনকর্তৃত্ব অধিষ্ঠিত হইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্তি,—আপনা হইতেই প্রবর্ত্তনা থাকিতে পারে না ; কারণ, রথাদি দৃষ্টান্ত হইতে ঐরূপই অনুমিত হয়। অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ হইতে ঐ জড়দ্বয়ের চেতনাধিষ্ঠিত-ভাব সিদ্ধ হয় ॥ ৩ ॥

(চতুর্থ সূত্র—)প্রধান ব্যতীত অন্য কারণের অবর্ত্তমানতা পরিত্যক্ত হওয়ায় কেবলমাত্র প্রধানেরই কর্তৃত্ব অসঙ্গত হইতেছে।

'অপি'-শব্দের অর্থ চ-কার অর্থাৎ সমুচ্চয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রধান ব্যতীত অন্য হেতুর অসদ্ভাব পরিত্যক্ত হইতেছে বলিয়া কেবল প্রধানেরই নিজ পরিণামকর্তৃত্ব নিরস্ত হইল। প্রধান ব্যতীত তৎপ্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক অন্য কোন কারণই আদিসৃষ্টির পূর্ব্বে থাকে না,—এইরূপ মতই উপেক্ষিত হইয়াছে ; কারণ, তৎকালে চেতনের সন্নিধানহেতু অন্য কারণ স্বীকার করা হইতেছে। অতএব কেবল জড়কর্তৃত্ববাদ নিরস্ত হইল। বিশেষতঃ ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষে প্রলয়েও কার্য্যোৎপত্তি-প্রসঙ্গ হয় ; কারণ, প্রধান ব্যতীত অন্য কারণের অভাব ও প্রধানের সন্নিধি থাকে বলিয়া সৃষ্টিকালের ন্যায় প্রলয়কালেও কার্য্যোৎপত্তির প্রসঙ্গ। অদৃষ্টের উদ্বোধের অভাবহেতু প্রলয়কালে কার্য্যের অভাবও বলা যায় না ; কারণ, তৎকালে সেই অদৃষ্টের উদ্বোধও আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে ॥ ৪ ॥

যদি বল, তৃণপল্লবাদি যেরূপ গবাদি (পশু)-কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া আপনা হইতেই ক্ষীরাকারে পরিণত হয়, প্রধানও তদ্রূপ মহদাদি তত্ত্বের আকারে পরিণত হইয়া থাকে, তদুত্তরে বলিতেছেন,—

(পঞ্চম সূত্র—) অন্যত্র ক্ষীরাকারে পরিণামের অভাবহেতু প্রধানেরও তৃণাদির ন্যায় স্বভাবতঃ (স্বতঃ) পরিণাম বলা সঙ্গত হয় না।

নিশ্চয়ার্থে চ-শব্দ উদ্দিষ্ট। ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষ অসঙ্গত ; কারণ অন্যত্র তাহা দৃষ্ট হয় না ; যেমন বৃষাদি কর্তৃক ভক্ষিত তৃণাদির ক্ষীরাকারে পরিণাম দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ উহা স্বাভাবিক নহে। আরও তৃণাদি যদি স্বভাবতঃই ক্ষীরাত্মক হইয়া পরিণত হইত, তাহা হইলেও চত্বরাদিতেও ঐরূপ ক্ষীরাকারে পরিণাম দৃষ্ট হইত।

অনুভাষ্য

যখন তাহা দৃষ্ট হয় না, তখন কেবল স্বভাবকেই পরিণামের হেতু বলা যায় না ; 'প্রাণিবিশেষের সম্বন্ধে তৃণাদি ক্ষীরাকারে পরিণত হউক,' এইরূপ সর্ব্বেশ্বরের সঙ্কল্পই উহার কারণ ॥৫॥

জড়ত্বপ্রযুক্ত প্রধানের সম্যক্ স্বতঃ প্রবর্ত্তনা নাই,—ইহাই প্রতিপন্ন হইল। অতঃপর তোমার সন্তোষের জন্য যদিও উহা স্বীকার করি, তাহাতেও যে তোমার কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা বলিতেছেন,—

(ষষ্ঠ সূত্র—) প্রধানের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি-স্বীকারেও কোন সার্থকতা নাই। চারিটী সূত্রে 'না'-অর্থ অনুবর্ত্তিত হইবে। 'পুরুষ আমাকে ভোগ করিয়া আমার দোষের অনুভবপূর্ব্বক আমাতে ঔদাসীন্যরূপ মোক্ষ লাভ করিবেন'—এইরূপ ভোগমোক্ষার্থক বলিয়াই প্রধানের প্রবৃত্তি, মনে হয়। উষ্ট্র যেরূপ কেবল পরের জন্যই কুঙ্কুমভার বহন করে, স্বয়ং ভোগ করে না, প্রধানেরও তদ্রূপ কেবল পরের জন্যই প্রবৃত্তি। আর পুরুষও অকর্ত্তা হইয়াও ভোক্তা বলিয়া মনে হয়। অন্নের কর্ত্তা না হইয়াও অন্নভোক্তার যেরূপ অন্নভোগ, পুরুষেরও তদ্রূপ ফলোপভোগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বপক্ষের ঐ প্রধান-প্রবৃত্তি মনে করা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কারণ তৎস্বীকারেও কোন ফল দেখা যায় না। পুরুষের প্রকৃতিদর্শনরূপ ভোগ ও প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্যরূপ মোক্ষই প্রবৃত্তির ফল। প্রধানের ভোগ সম্ভব হয় না ; কারণ, চিন্মাত্র, নির্ব্বিকার ও অকর্ত্তা হইয়াও পুরুষের প্রকৃতিদর্শনরূপ সঙ্গবশে বিকারযোগ-হেতু পুরুষেরই ভোগ। প্রধানের অপবর্গও সম্ভব নহে ; কারণ ; প্রবৃত্তির উৎপত্তির পূর্ব্বেও অপবর্গ সিদ্ধ থাকায় উহার ব্যর্থতা হইতেছে। সন্নিধিমাত্রকেই ভোগের হেতু বলিলে, সন্নিধির নিত্যত্ববশতঃ মুক্ত জনগণেরও ভোগ আসিয়া পড়ে ॥ ৬ ॥

যদি বল, গতিশক্তিবিরহিত অথচ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু-পুরুষের সন্নিধানে দৃষ্টিশক্তিশূন্য অথচ গতিশক্তিবিশিষ্ট পুরুষও চলনে প্রবৃত্ত হয় এবং যেরূপ অয়স্কান্ত (চুম্বক)-প্রস্তরের সন্নি-ধানে জড় লৌহও চলিতে থাকে, তদ্রূপ চিন্মাত্র-পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতি অচেতন হইয়াও তৎছায়াপ্রভাবে চেতন-বস্তুর ন্যায় পুরুষের ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন,—

(সপ্তম সূত্র—) পুরুষ চুম্বকের ন্যায় হইলেও জড়-প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি নাই। ঐরূপ হইলেও জড়বস্তুর স্বতঃপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে না। পঙ্গুর গতিশক্তি না থাকিলেও বর্ত্মপ্রদর্শন ও তদুপদেশ-প্রদানাদি এবং অন্ধের দর্শনশক্তি না থাকিলেও পঙ্গু-প্রদত্ত উপদেশগ্রহণাদি বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান এবং অয়স্কান্তমণির লৌহসামীপ্যাদিও সম্ভব হইতেছে। কিন্তু নিত্য নিষ্ক্রিয় নির্দ্ধর্ম্মক পুরুষের কোনও বিকার হয় না। সন্নিধিমাত্রই বিকার স্বীকার করিলে, সন্নিধির নিত্যত্ববশতঃ নিত্য সৃষ্টির এবং মোক্ষাভাবের প্রসঙ্গ হয়। বিশেষতঃ পঙ্গু ও অন্ধ,—উভয়ই চেতন এবং অয়স্কান্ত ও লৌহ,—উভয়ই জড় বলিয়া দৃষ্টান্তের বৈষম্য পরিস্ফুট হইতেছে ॥ ৭ ॥

অনন্তর গুণসমূহের উৎকর্ষ ও অপকর্ষবশতঃ অঙ্গাঙ্গি-ভাব-হেতু যে বিশ্বসৃষ্টি হয় বলিয়া মনে হয়, তাহা নিরাস করিতেছেন ,—

(অষ্টম সূত্র—) গুণের অঙ্গিত্বই অনুপপন্ন হইতেছে, অতএব ঐরূপ পক্ষ সঙ্গত হইতে পারে না।

সত্ত্বাদি গুণসমূহের সাম্যভাবে অবস্থিতির নামই 'প্রধানাবস্থা'। ঐ অবস্থায় গুণসমূহ নিরপেক্ষস্বরূপ বলিয়া একটী আর একটী গুণের অঙ্গী বলিয়া সিদ্ধ হয় না ; কারণ গুণত্রয়ের একটীকে অঙ্গী বলিয়া স্বীকার করিলে, তদিতর গুণদ্বয়ের তাহার সহিত সমতা-হেতু গুণি-ভাবের অসম্ভাবনা হয়। গুণসমূহের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব কখনও সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বরকে বা কালকেও উক্ত অঙ্গাঙ্গিভাবের কর্ত্তা বলা যায় না ; কারণ তাহা কেহই স্বীকার করেন না। কপিলই বলিয়াছেন,—'মুক্ত ও বদ্ধের মধ্যে অন্য-তরের অভাব-হেতু অর্থাৎ প্রমাণাভাববশতঃ ঈশ্বরাসিদ্ধি ঘটে অর্থাৎ ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না।' দিক্ ও কাল আকাশাদি হইতেই উৎপন্ন হয়,—পুরুষ উহাদের কর্ত্তা নহেন ; কারণ, তিনি কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। গুণবৈষম্যও সৃষ্টির কারণ নহে। আরও, হেতুর এইরূপ অভাববশতঃ প্রতিসৃষ্টিতেই সেই গুণসমূহ বৈষম্য লাভ করিলেও আদিসৃষ্টিতে বৈষম্য লাভ করিতে পারে না ॥৮॥

যদি বল, কার্য্যের অনুরোধে গুণসমূহ বিচিত্র-স্বভাব হয়, এইরূপ অনুমান করা যায়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত দোষের অবকাশ হয় না, তদুত্তরে বলিতেছেন,—

(নবম সূত্র—) অন্যথা অনুমানেও জড়ের স্বতঃপ্রবৃত্তি নাই অর্থাৎ তাদৃশ বিচিত্রশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া গুণসমূহের অনুমানেও দোষের নিস্তার হয় না ; যেহেতু, গুণসমূহ জ্ঞাতৃত্ব (চেতনত্ব) বিহীন, অর্থাৎ তাহাতে 'এই আমি, এইরূপে সৃষ্টি করিতেছি'—এইপ্রকার বিচারেরই অভাব দেখা যাইতেছে। জ্ঞানশূন্য জড়-পদার্থ হইতে কখনই সৃষ্টি সম্ভব হয় না। ইষ্টক-কাষ্ঠাদি অচেতন-বস্তু যেরূপ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, তদ্রূপ অচেতন গুণসমূহও চেতন-পরমেশ্বরের শক্তির অধিষ্ঠান ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে পারে না।

(২ অঃ, ১ পাঃ)—"স্মৃতিঃ খলু কর্ম্মকাণ্ডোদিতান্যগ্নি-হোত্রাদি-কর্ম্মাণি যথাবৎ স্বীকুর্ব্বতা 'ঋষিং প্রসূতং কপিলম্' ইত্যাদিশ্রুত্যাপ্তভাবেন পরমর্ষিণা কপিলেন মোক্ষেপ্সুনা জ্ঞান-কাণ্ডার্থোপবৃংহণায় প্রণীতা। "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তি-

অনুভাষ্য

রত্যন্তপুরুষার্থঃ","ন দৃষ্টার্থসিদ্ধির্নিবৃত্তিদর্শনাৎ" ইত্যাদিভিস্তত্র হ্যচেতনং প্রধানমেব স্বতন্ত্রং জগৎকারণামিত্যাদি নিরূপ্যতে—"বিমুক্তমোক্ষার্থম্", "স্বার্থং বা প্রধানস্য", "অচেতনত্বেঽপি ক্ষীর-বচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য", ইত্যাদিভিঃ। স চ ব্রহ্মকারণতাপরিগ্রহে নির্ব্বিষয়া স্যাৎ, কৃতস্নায়াস্তত্ত্বপ্রতিপত্তিমাত্রবিষয়ত্বাৎ। অতঃ পরমাপ্তকপিলস্মৃত্যবিরোধেন বেদান্তা ব্যাখ্যেয়াঃ। ন চৈবং মন্বাদি-স্মৃতীনাং নির্ব্বিষয়তা—তাসাং ধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারা কর্ম্মকাণ্ডোপ-বৃংহণে সতি সবিষয়ত্বাদিত্যেবং প্রাপ্তে, ব্রূতে—

"স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ" ॥ ১ ॥

অবকাশস্যাভাবোঽনবকাশঃ নির্ব্বিষয়তেত্যর্থঃ। সমন্বয়ানু-রোধেন বেদান্তেষু ব্যাখ্যাতেষু সাংখ্যস্মৃতিনির্ব্বিষয়তা-দোষাপত্তি-রতঃ শ্রুতবিপরীতার্থয়া তে ব্যাখ্যেয়া ইতি চেন্ন। কুতঃ?—অন্যেত্যাদ্যেঃ। তথা সত্যন্যাসাং মন্বাদিস্মৃতীনাং বেদান্তানুসারি-ণীনাং ব্রহ্মৈর-কারণতাপরাণাং নির্ব্বিষয়তা মহান্ দোষ প্রসজ্যেত। তাসু হি সর্ব্বেশ্বরো জগদুৎপত্ত্যাদিহেতুঃ প্রতিপাদ্যতে, ন তু কাপিলোক্তপ্রকারান্তরত্বসঙ্গতিঃ। তত্র শ্রীমন্মনুঃ—"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ।। ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্। মহাভূতাদি-বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ।। যোঽসাবতীন্দ্রিয়োঽগ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মো-ঽব্যক্তঃ সনাতনঃ। সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এষ স্বয়মুদ্বভৌ।। সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।। তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসম-প্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।।" ইত্যাদি। শ্রীপরাশরঃ—"বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগত্তত্রৈব চ স্থিতম্। স্থিতিসংযম-কর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ।। যথোর্ণনাভি-র্হৃদয়াদূর্ণাং সন্ততা বক্ত্রতঃ। তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং জনার্দ্দনঃ।।" ইত্যাদি। এবমন্যেঽপি। ন চাসাং স্মৃতীনাং কর্ম্ম-কাণ্ডার্থোপবৃংহণেন সাবকাশতা, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ার্থং চিত্তশুদ্ধি-মুদ্দিশ্য ধর্ম্মান্ বিদধতীনাং তাসাং জ্ঞানকাণ্ডার্থোপবৃংহণ এব বৃত্তেঃ। চিত্তশোধকতা চৈষাং দৃশ্যতে—"তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদৌ-শ্রুতৌ। যত্তু তেষাং বৃষ্টিপুত্রস্বর্গাদি-ফলকত্বং ক্বাপি ক্বাপি বীক্ষ্যতেঽনুভাব্যতে চ, তদপি শাস্ত্রবিশ্রম্ভোৎপাদনেন তত্রৈব চ বিশ্রান্তং, "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইত্যাদেঃ, "নারায়ণপরা বেদাঃ" ইত্যাদেশ্চ। ন চ সাঙ্খ্যস্মৃত্যা বেদান্তার্থোপবৃংহণং শক্যং কর্ত্তুং, শ্রুতিবিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদনাৎ। শ্রুতিসংবাদার্থস্পষ্টীকরণং হ্যুপবৃংহণম্। ন চ তস্যামিদমস্তি। তস্মাচ্ছ্রুতিবিরুদ্ধা সাঙ্খ্যস্মৃতিঃ স্বকপোল-কল্পিতানাপ্তেতি ন তদ্ব্যর্থতাদোষাদ্ বিভীমঃ। ন চাপ্তত্ব-ব্যপাশ্রয়কল্পনয়া তৎস্মৃতিপক্ষপাতো যুক্তঃ, তত্ত্বেন ব্যাখ্যাতানাং

অনুভাষ্য

বহূনাং স্মৃতিষু বিভিন্নার্থাসু পক্ষপাতে সতি বাস্তবার্থানবস্থিতি-প্রসঙ্গাৎ। স্মৃত্যোর্বিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং শ্রুতিব্যপাশ্রয়াদন্যো নির্ণয়-হেতুর্ন ভবেদতঃ শ্রুত্যনুসারিণ্যেবাদরণীয়েতি। স্মৃতিবলেনা-ক্ষেপ্তৃন্ স্মৃতিবলেনৈব নিরাকরিষ্যাম ইত্যন্যস্মৃত্যনবকাশাৎ দোষোপন্যাসঃ। যত্তু "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈ-র্বিভর্ত্তি" ইতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতেরাপ্তত্বং তস্যেতি, তন্ন ; তস্যা অন্যপরত্বাৎ, শ্রুত্যর্থ-বৈপরীত্যবক্তৃতয়া তদভাবাচ্চ। মনোরাপ্তত্বং তু তৈত্তিরীয়াঃ পঠন্তি—"যদ্বৈ কিঞ্চন মনুরবদত্তদ্ভেষজম্" ইতি। শ্রীপরাশরো হি পুলস্ত্যবশিষ্ঠপ্রসাদাদেব দেবতাপরমার্থধিয়ং প্রাপেতি স্মর্য্যতে। বেদবিরুদ্ধস্মৃতিপ্রবর্ত্তকঃ কপিলো হ্যগ্নিবংশজো জীববিশেষ এব মায়য়া বিমোহিতঃ, ন তু কর্দ্দমোদ্ভূতো বাসুদেবঃ। "কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ। ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ।। তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বং বেদার্থৈরুপ-বৃংহিতম্। সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ।। সাংখ্য-মাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্" ইতি স্মরণাৎ। তস্মাদ্বেদ-বিরুদ্ধতয়ানাপ্তায়াঃ সাংখ্যস্মৃতের্ব্যর্থতা ন দোষঃ ॥ ১ ॥

"ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ" ॥ ২ ॥

ইতরেষাঞ্চ সাঙ্খ্যস্মৃত্যুক্তানামর্থানাং বেদেঽনুপলম্ভাত্তস্যাঃ নাপ্তত্বম্। তে চ বিভবশ্চিন্মাত্রাঃ পুরুষাস্তেষাং বন্ধমোক্ষৌ প্রকৃতিরেব করোতি। তৌ পুনঃ প্রাকৃতাদেব। সর্ব্বেশ্বরঃ পুরুষ-বিশেষো নাস্তি। কালস্তত্ত্বং ন ভবতি। প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ করণবৃত্তিরূপা ভবন্তীত্যেবমাদয়স্তস্যামেব দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ২ ॥

(মর্ম্মানুবাদ—) শ্রুতিতে 'কপিল'- নামক এক আপ্ত ঋষির উল্লেখ দেখা যায়। তিনি বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডসমূহকে যথাবৎ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ঐ কপিল ঋষিই জ্ঞানকাণ্ড-বিস্তারের নিমিত্ত সাংখ্যস্মৃতি প্রণয়ন করেন।

সাংখ্যস্মৃতির মতে,—"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত-নির্বৃত্তিরত্যন্ত-পুরুষার্থঃ" ইত্যাদি সূত্রে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তিই 'অত্যন্তপুরুষার্থ বা মোক্ষ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উহাতে অচেতন প্রধানকেই স্বতন্ত্রভাবে জগৎকারণ বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। কেবল ব্রহ্মকেই যদি জগতের একমাত্র কারণ বলা হয়, তাহা হইলে ঐ সাংখ্যস্মৃতি নির্ব্বিষয় হইয়া পড়ে ; কারণ, আদ্যন্ত সাংখ্যস্মৃতির একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ই তত্ত্বসংখ্যামাত্র। অতএব পরম-আপ্ত কপিল-ঋষির মতের অবিরোধেই বেদান্ত-সমূহের ব্যাখ্যান কর্ত্তব্য হইতেছে। তাহাতে মন্বাদি-প্রচারিত স্মৃতিরও নির্ব্বিষয়তা হইতেছে না ; কারণ, ধর্ম্মের প্রতিপাদনদ্বারা কর্ম্মকাণ্ডের উপবৃংহণ হইলে ঐ সকল স্মৃতির সবিষয়ত্বই হয়। ইহার খণ্ডনার্থ ("স্মৃত্যনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গঃ" ইত্যাদি) প্রথমসূত্রের অবতারণা করিতেছেন,—

অবকাশের অভাবই অনবকাশ। 'অনবকাশ'-শব্দের অর্থ—

অনুভাষ্য

নির্ব্বিষয়তা। সমন্বয়ের অনুরোধে বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইলে সাংখ্য-স্মৃতির নির্ব্বিষয়তারূপ দোষের আপত্তি হইতেছে। অতএব, যদি বল, যথাশ্রুত অর্থের বিপরীত অর্থেই বেদান্তসমূহ ব্যাখ্যান করা উচিত?—তদুত্তর এই যে, উহা অসম্ভব ; কারণ, ঐরূপ ব্যাখ্যা করিলে, ব্রহ্মৈককারণতাবাদী বেদান্তানুগত মন্বাদিস্মৃতির নির্ব্বিষয়তারূপ মহান্ দোষ আপতিত হয়। ঐ সকল স্মৃতিতে সর্ব্বেশ্বরকেই জগতের উৎপত্ত্যাদির কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ঐ সকল স্মৃতিতে কপিলমুনি যেরূপ তত্ত্বসমূহ বলিয়াছেন, সেরূপ বলা হয় নাই। শ্রীমনু বলিয়াছেন,—"সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্তই তমোময়, অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয় ও সুপ্তের ন্যায় অবস্থিত ছিল। তদনন্তর স্বয়ম্ভু ভগবান্ স্বয়ং অব্যক্ত হইয়া এই সংসারকে ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত মহাভূতাদি-শক্তিসমন্বিত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া পূর্ব্বোক্ত তমোরাশি বিদূরিত করিলেন। তিনি অতীন্দ্রিয়, অগ্রাহ্য, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, সর্ব্বভূতময় ও অচিন্ত্যস্বরূপ। তিনি স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া মনে মনে নিজদেহ হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির অভিলাষী হইলেন এবং প্রথমেই জলের সৃষ্টি করিলেন। পরমেশ্বর পরে ঐ বারিতে বীর্য্যাধান করিলেন। ঐ বীর্য্য হইতে সহস্রসূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত সুবর্ণময় অণ্ড উৎপন্ন হইল। ঐ অণ্ডেই সর্ব্বলোক-পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন।" পরাশর ঋষিও বলিয়াছেন,—"পরিদৃশ্য-মান জগৎ ভগবান্ বিষ্ণু হইতেই সমুৎপন্ন এবং তদাশ্রয়েই অবস্থিত। তিনিই ইহার পালনকর্ত্তা ও নাশকর্ত্তা, এই জগৎ তাঁহারই শক্তিবিশেষ। ঊর্ণনাভ যেরূপ নিজদেহ হইতেই ঊর্ণাসমূহ (মুখদ্বারা) বিস্তারপূর্ব্বক (তৎসাহায্যে বিহার করিয়া) পরে আপনিই উহাকে গ্রাস করে, ভগবান্ বিষ্ণুও তদ্রূপ নিজশক্তি হইতে জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়া পরে আবার নিজশক্তিতেই উহাকে বিলীন করিয়া থাকেন।" অপরাপর ঋষিগণও ঐরূপই বলিয়া থাকেন। কর্ম্মকাণ্ডের বিস্তারদ্বারাই সাংখ্যস্মৃতির সবিষয়তা সিদ্ধ হইবে,—এরূপও বলা যায় না ; কারণ ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যে উহা ধর্ম্ম-বিধানে প্রবৃত্ত। ঐ স্মৃতিসমূহের প্রবৃত্তি জ্ঞানকাণ্ডের বিস্তারের নিমিত্তই বলিতে হইবে। ঐ সকল ধর্ম্মের চিত্তশোধকতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে—'তমেতং বেদানুবচনেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই উহার প্রমাণ। 'সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি' এবং 'নারায়ণপরা বেদাঃ' ইত্যাদি শ্রুতিও ঐরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিতেছে। এইরূপে সাংখ্যস্মৃতির জ্ঞানকাণ্ডের বিস্তারের নিমিত্তই প্রবৃত্তি, অনুমিত হইলেও তদ্দ্বারা বেদান্তার্থের বিস্তার স্বীকার করিতে পারা যায় না ;—কারণ, সাংখ্যস্মৃতিতে শ্রুতি-বিরুদ্ধার্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতি-সংবাদসমূহের অর্থের স্পষ্টীকরণই উহার

অনুভাষ্য

'উপবৃংহণ'। কিন্তু সাংখ্যস্মৃতিতে শ্রুতি-সংবাদার্থের স্পষ্টীকরণ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং উহাকে শ্রুতিবিরুদ্ধই বলিতে হইবে। যাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা স্বকপোলকল্পিত বলিয়া অনাপ্তই হইতেছে। অতএব ঐ অনাপ্ত সাংখ্যস্মৃতির ব্যর্থতা-দোষ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। কোন একটী স্মৃতির অপ্রামাণ্য স্থির করিবার প্রতীক্ষায় অন্যস্মৃতির পক্ষপাত যুক্ত হয় না ; যেহেতু, বিভিন্নার্থ স্মৃতি-সমূহের প্রতি পক্ষপাতী হইলে, নানাভাবে ব্যাখ্যাকারী (গৌতমাদি) অনেকের বহু বহু মত-দর্শনে বাস্তবার্থ-নির্ণয়ে অনবস্থা ঘটে। দুইটী স্মৃতির পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, শ্রুতির আশ্রয়-গ্রহণের প্রতীক্ষা ভিন্ন অপর একটী নির্ণায়ক প্রমাণের সাহায্য-গ্রহণ অসম্ভব হয়। যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা অবশ্য শ্রুত্যনুগত হওয়াই উচিত। শ্রুতির অনুসারী না হইলে, উহার আদর হইতে পারে না। যাঁহারা স্মৃতির বলেই নিন্দা উত্থাপন করেন, তাঁহাদিগকে সেই স্মৃতিদ্বারাই নিরাকরণ করা হইবে ; তাহাতে অন্য স্মৃতির নির্ব্বিষয়তারূপ দোষের উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 'ঋষিং প্রসূতং কপিলম্' ইত্যাদি বাক্যে এক আপ্ত কপিল ঋষির কথা কথিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু সে কপিল ঐ কপিল নহেন, তিনি অন্য কপিল ঋষি। অতএব ঐ সাংখ্যকার-কপিলকে 'অনাপ্ত' বলায় শ্রুতিরও অসম্মান করা হইতেছে না। মনু ও পরাশরের আপ্তত্ব শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ। বেদবিরুদ্ধ সাংখ্যস্মৃতির প্রবর্ত্তক কপিল ও কর্দ্দমসুত ভগবান্ কপিল,—এক নহেন। প্রথমোক্ত কপিল—অগ্নিবংশজ মায়ামোহিত জীববিশেষ এবং শেষোক্ত কপিল—বাসুদেবেরই অবতার। পাদ্মে উক্ত হইয়াছে,—'ভগবান্ বাসুদেব কর্দ্দম-ঋষি হইতে কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাংখ্যতত্ত্ব ব্রহ্মাদি দেব-গণকে, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণকে এবং আসুরি-নামক বিপ্রকে উপদেশ করেন ; তদুক্ত সাংখ্যস্মৃতি বেদার্থদ্বারা উপবৃংহিত। অপর এক কপিলও ঐ আসুরিকেই কুতর্কপরিবৃংহিত স্বকপোল-কল্পিত অপর এক সাংখ্য উপদেশ করিয়াছিলেন।' অতএব বেদবিরুদ্ধ শেষোক্ত অনাপ্ত সাংখ্যস্মৃতিকে ব্যর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় কোনই দোষ হইতেছে না ॥ ১ ॥

(দ্বিতীয় সূত্র—) বিশেষতঃ উক্ত সাংখ্যস্মৃতিতে এরূপ কতকগুলি বিষয় উক্ত হইয়াছে, যাহা বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই কারণেও উক্ত সাংখ্যস্মৃতিকে 'অনাপ্ত' বলা যাইতে পারে। বিষয়গুলি এই—"পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মাসমূহ চিন্মাত্র ও বিভু ; প্রকৃতিই উহাদের বন্ধ ও মোক্ষের কর্ত্রী। 'বন্ধ' ও 'মোক্ষ'—উভয়ই প্রাকৃত, 'সর্ব্বেশ্বর' বলিয়া কোন এক পুরুষ নাই। 'কাল' তত্ত্বই নহে, প্রাণাদি পাঁচটী—ইন্দ্রিয়েরই বৃত্তি"—ইত্যাদি কতকগুলি বেদান্তবিরুদ্ধ বিষয় ঐ সাংখ্যস্মৃতিতেই দেখা যায় ॥ ২ ॥

ঈক্ষণকর্তৃরূপে নিমিত্ত এবং অদ্বৈতরূপে উপাদানরূপী স্রষ্টা ঃ—

'নিমিত্তাংশে' করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
'উপাদান' অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন ॥ ১৭ ॥

সাংখ্য-মত নিরাস ঃ—

যদ্যপি সাংখ্য মানে, 'প্রধান'—কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ-সৃজন ॥ ১৮ ॥

ভগবচ্ছক্তিতেই প্রকৃতি ক্রিয়াবতী ঃ—

নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি' প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ে ত' নির্ম্মাণে ॥ ১৯ ॥

অদ্বৈতপ্রভুর দুই মূর্ত্তি ঃ—

অদ্বৈত-আচার্য্য—কোটিব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক এক মূর্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা ॥ ২০ ॥

ভগবানের অঙ্গ বা অংশস্বরূপ অদ্বৈতপ্রভু ঃ—

সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ,—অদ্বৈত।
'অঙ্গ'-শব্দে অংশ করি' কহে ভাগবত ॥ ২১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিল-লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নর-ভূ-জলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥২২॥

অঙ্গ বা অংশ হইলেও মায়াতীত ঃ—

ঈশ্বরের অঙ্গ, অংশ—চিদানন্দময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি, এই শ্লোকে কয় ॥ ২৩ ॥

'অংশ' না বলিয়া 'অঙ্গ' বলিবার তাৎপর্য্য ঃ—

'অংশ' না কহিয়া, কেনে কহ তাঁরে 'অঙ্গ'।
'অংশ' হৈতে 'অঙ্গ', যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥ ২৪ ॥

'অদ্বৈত'-নামের সার্থকতা ঃ—

মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম ॥ ২৫ ॥

আচার্য্য-নামের সার্থকতা ঃ—

পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব-বিশ্বের সৃজন।
অবতরি' কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন ॥ ২৬ ॥

অদ্বৈতাবতারে কৃষ্ণভক্তি-প্রচারই তাঁহার কার্য্য ঃ—

জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি' দান।
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥ ২৭ ॥
ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম হৈল 'অদ্বৈত-আচার্য্য' ॥ ২৮ ॥
বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য।
দুইনাম-মিলনে হৈল 'অদ্বৈত-আচার্য্য' ॥ ২৯ ॥

'কমলাক্ষ'-নামের সার্থকতা ঃ—

কমলনয়নের তেঁহো, যাতে 'অঙ্গ', 'অংশ'।
'কমলাক্ষ' বলি' ধরে নাম অবতংস ॥ ৩০ ॥

বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সারূপ্য ঃ—

ঈশ্বর-সারূপ্য পায় পারিষদগণ।
চতুর্ভুজ, পীতবাস, যৈছে নারায়ণ ॥ ৩১ ॥

অদ্বৈতপ্রভুর গুণ-মাহাত্ম্য ঃ—

অদ্বৈত-আচার্য্য—ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব-নাম-গুণ, সকলি আশ্চর্য্য ॥ ৩২ ॥

অদ্বৈতপ্রভুর মহাপ্রভুকে অবতারণ ঃ—

যাঁহার তুলসীদলে, যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে ॥ ৩৩ ॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার ॥ ৩৪ ॥
আচার্য্য গোসাঞির গুণ-মহিমা অপার।
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২। আদি, ২য় পঃ ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

১৮-১৯। আদি, ৫ম পঃ ৫৮-৬৬ ; মধ্য ২০ পঃ ২৫৯-২৬১, ২৭১, ২৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১। আদি, ৩য় পঃ ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩। আদি, ৩য় পঃ ৬৯-৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬-২৮। অদ্বৈতপ্রভু সেব্য বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও তাঁহার জীবের মঙ্গলবিধান-কার্য্যরূপ সেবাপ্রবৃত্তিদান ব্যতীত অন্য কৃত্য বা আচরণ নাই। কেবল সেব্যভাবে স্বীয় লীলার প্রচার করিলে জগতের ভোগী লোকসমূহ তদনুকরণে নিরীশ্বর কেবলাদ্বৈতবাদী বা অহংগ্রহোপাসক হইয়া যাইবে,—দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সেবকলীলা প্রকটিত করিয়া এই আচার্য্যত্ব প্রদর্শন করাও একটী কার্য্য। আচার্য্যের কৃষ্ণসেবোন্মুখতারূপ আচরণ ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। সেব্যের সেবকরূপে আচরণই আচার্য্যত্বের হেতু—উহাই নৈমিত্তিক অবতারের লীলাবিশেষ। দুরাচার জনগণ আচার্য্যের পবিত্রস্থান ও বেষ কলুষিত করিতে গিয়া ভগবৎসেবা ব্যতীত যে স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণের তাণ্ডব নৃত্য প্রদর্শন করেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে আচার্য্যের দ্বারা তিরস্কৃত।

২৯। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য বৈষ্ণব-জগতের গুরু এবং সকলেরই মান্য। তাঁহারই পাদপদ্মানুসরণে ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ তাদৃশ আচরণ অনুসরণ করিয়া হরিসেবা করেন।

৩৩-৩৪। আদি, ৩য় পঃ ৯১, ৯৫-১০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

গৌরের এক অঙ্গ—অদ্বৈত, অন্য অঙ্গ—নিতাই ঃ—

আচার্য্য গোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৩৬ ॥

উপাঙ্গাস্ত্র—শ্রীবাসাদি ভক্ত ঃ—

প্রভুর উপাঙ্গ—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ।
হস্তমুখনেত্র-অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র-সম ॥ ৩৭ ॥

সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া গৌরের নাম-প্রেম-প্রচার ঃ—

এসব লইয়া চৈতন্যপ্রভুর বিহার ।
এসব লইয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার ॥ ৩৮ ॥

লৌকিক রীতি অনুসারে অদ্বৈতের প্রতি গৌরের গুরুতুল্য ব্যবহার—

মাধবেন্দ্রপুরীর ইহোঁ শিষ্য, এই জ্ঞানে ।
আচার্য্য গোসাঞিরে প্রভু গুরু করি' মানে ॥ ৩৯ ॥
লৌকিক লীলাতে ধর্ম্মমর্য্যাদা-রক্ষণ ।
স্তুতি-ভক্ত্যে করে তাঁর চরণ-বন্দন ॥ ৪০ ॥

অদ্বৈতপ্রভুর মহাপ্রভুর প্রতি প্রভু-বুদ্ধি ঃ—

চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু-জ্ঞান ।
আপনাকে করেন তাঁর 'দাস'-অভিমান ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণদাস-অভিমানে ভক্তি-প্রচার ঃ—

সেই অভিমান-সুখে আপনা পাসরে ।
'কৃষ্ণদাস হও'—জীবে উপদেশ করে ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণদাস্যে বৈকুণ্ঠ-আনন্দ ঃ—

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু ।
কোটী ব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু ॥ ৪৩ ॥

অদ্বৈতের ও নিত্যানন্দের গৌরদাস্যেই সুখ ঃ—

মুঞি যে চৈতন্যদাস, আর নিত্যানন্দ ।
দাস-ভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥ ৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯-৪১। অদ্বৈতপ্রভু—মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং তাঁহার গুরুভাই ঈশ্বরপুরী—মহাপ্রভুর গুরু। এই সম্বন্ধে আচার্য্য-গোঁসাইকে মহাপ্রভু 'গুরু'জ্ঞান করেন। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্য-গোঁসাই—সর্ব্বেশ্বর এবং অদ্বৈতপ্রভু—তাঁহার দাস। এ সম্বন্ধে অদ্বৈত-আচার্য্যপ্রভু আপনাকে 'দাস' অভিমান করিতেন।

অনুভাষ্য

৩৬-৩৮। আদি ৩য় পঃ ৭১-৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৯। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের জনৈক গুরু। তাঁহার শিষ্য—ঈশ্বরপুরী ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। শ্রীমাধ্ব-পরম্পরায় শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-শাখা 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশে', 'প্রমেয়রত্নাবলী'-তে ও শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীভক্তি-রত্নাকরেও তদুল্লেখ দেখা যায়। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে শ্রীমাধ্ব-শাখা এরূপ বর্ণিত আছে—"পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ। তস্য শিষ্যো নারদোঽভূৎ ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্।। শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ। ব্যাসাল্লব্ধ-কৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ।। তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভা-চার্য্য-মহাশয়ঃ। তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবদ্বিজঃ। অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ। তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুঃ তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ। বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ। জয়ধর্ম্মা মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণ-মধ্যতঃ।। শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্ত ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ। জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্-ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।। ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণু-সংহিতাম্। শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।। তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ। তস্য শিষ্যোঽভবৎ শ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ।। কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গারফলা-ত্মকঃ। অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্যসখ্যে ফলে উভে।। ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে। জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতা-ত্মকম্।।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৩। ব্রহ্মসুখ—'আমি ব্রহ্ম' এই অভেদ-বুদ্ধিতে যে সুখ।

অনুভাষ্য

৪২। ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া মহাবিষ্ণু আপনার স্বরূপা-ভিমান পরিহারপূর্ব্বক ভগবৎকৈঙ্কর্য্যকে নিজের আনুষ্ঠানিক কার্য্যজ্ঞানে আনন্দানুভব করেন। সেই সেবানন্দদ্বারাই মহাবিষ্ণুর নিজস্বরূপজ্ঞানে (আপনাকে ভোক্তা বলিয়া উপলব্ধিতে) শৈথিল্য। তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবগণকে অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবা করিবার প্রবৃত্তি প্রদান করেন। ২৭-২৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৩-৪৪। আদি, ৭ম পঃ ৮৫, ৯৭-৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-লহরীতে—"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণী-কৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি।।" ভাবার্থ-দীপিকায়—"ত্বৎকথামৃত-পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্।।" তত্রাপি চ বিশেষেণ গতি-মণ্বীমন্বিচ্ছতঃ॥ ভক্তিহৃতমনঃপ্রাণান্ প্রেম্ণা তান্ কুরুতে জনান্॥ শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজসেবা-নির্ব্বৃতচেতসাম্। এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ।।" পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে—"বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা, ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদ-পীহ। ইদং তে বপুর্নাথ গোপালবালং, সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ।। কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ, ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তি-ভাজৌ কৃতৌ চ। তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ, ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ।।" হয়শীর্ষীয়-শ্রীনারায়ণব্যূহ-স্তবে—"ন ধর্ম্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেশ্বর। প্রার্থয়ে তব

দৃষ্টান্তদ্বারা কৃষ্ণদাস্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন ঃ—

(১) লক্ষ্মীর কৃষ্ণদাস্য যাজ্ঞা ঃ—

পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি ।
তেঁহো দাস্য-সুখ মাগে করিয়া মিনতি ॥ ৪৫ ॥

(২) বিষ্ণুপার্ষদগণ এবং ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন, নারদ ও শুকাদিরও কৃষ্ণদাস্য ঃ—

দাস্য-ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ ।
বিধি, ভব, নারদাদি শুক সনাতন ॥ ৪৬ ॥

(৩) গৌরদাস্যে পাগল নিতাই ঃ—

নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল ।
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইলা পাগল ॥ ৪৭ ॥

(৪) শ্রীবাসাদি মহাজনগণ, সকলেই গৌরদাস ঃ—

শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর ।
মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর ॥ ৪৮ ॥
এসব পণ্ডিতলোক পরম-মহত্ত্ব ।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত ॥ ৪৯ ॥

স্বয়ং গৌরদাস বলিয়া ইঁহাদেরও গৌরদাস্যেরই উপদেশ ঃ—

এই মত গায়, নাচে, করে অট্টহাস ।
লোকে উপদেশে,—'হও চৈতন্যের দাস' ॥ ৫০ ॥

চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে গুরু-জ্ঞান ।
তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাব ঃ—

কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব ।
গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব ॥ ৫২ ॥

সিদ্ধানুভূতি প্রমাণ ঃ—

ইহার প্রমাণ শুন—শাস্ত্রের ব্যাখ্যান ।
মহদনুভব, যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ ॥ ৫৩ ॥

(৫) নন্দ-মহারাজের বৎসল-রসেও কৃষ্ণদাস্য ঃ—

অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দ-মহাশয় ।
তার সম 'গুরু' কৃষ্ণের আর কেহ নয় ॥ ৫৪ ॥
শুদ্ধবাৎসল্যে ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তার ।
তাহাকেই প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার ॥ ৫৫ ॥
তেঁহো রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে ।
তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে ॥ ৫৬ ॥
"শুন উদ্ধব, সত্য, কৃষ্ণ—আমার তনয় ।
তেঁহো ঈশ্বর—হেন যদি তোমার মনে লয় ॥ ৫৭ ॥
তথাপি তাঁহাতে রহু মোর মনোবৃত্তি ।
তোমার ঈশ্বর-কৃষ্ণে হউক মোর মতি ॥" ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৭। আগল—অগ্রগণ্য।

অনুভাষ্য

পাদাব্জে দাস্যমেবাভিকাময়ে।। পুনঃ পুনর্বরান্ দিৎসুর্বিষ্ণুর্মুক্তিং ন যাচিতঃ। ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্।। যদৃচ্ছয়া লব্ধমপি বিষ্ণোর্দাশরথেস্তু যঃ। নৈচ্ছন্মোক্ষং বিনা দাস্যং তস্মৈ হনুমতে নমঃ।।" শ্রীহনুমদ্বাক্যে—"ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে। ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে।।" শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে জিতন্ত-স্তোত্রে—"ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু নেচ্ছা মম কদাচন। ত্বৎপাদপঙ্কজস্যাধো জীবিতং দীয়তাং মম।। মোক্ষ-সালোক্য-সারূপ্যান্ প্রার্থয়ে ন ধরাধর। ইচ্ছামি হি মহাভাগ কারুণ্যং তব সুব্রত।।" সম্রাট্ কুলশেখর-কৃত "মুকুন্দমালা"-স্তোত্রে—"নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্ব-হেতোঃ, কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্। রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভিরন্তুং, ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্।।" শ্রীমদ্ভাগবতে—৩।২৫।৩৬, ৩।৪।১৫, ৩।২৫।৩৪, ৪।১।২২, ৪।৯।১০, ৪।২০।২৪, ৫।১৪।৪৩, ৬।১১।২৫, ৬।১৭।২৮, ৬।১৮।৭৪, ৭।৬।২৫, ৭।৮।৪২, ৮।৩।২০, ৯।৪।৪৯, ৯।২১।১২, ১০।১৬।৩৭, ১০।৮৭।২১, ১১।১৪।১৪, ১১।২০।৩৪, ১২।৩।৬ প্রভৃতি বহু শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫২। গুরু—বাৎসল্যরসাশ্রিত গুরুবর্গ ; সম—সমান (সখ্য-রসাশ্রিত) ; লঘু—ক্ষুদ্র। কৃষ্ণপ্রেম এই তিনজনকেই দাস্যভাব প্রদান করেন। সুতরাং কৃষ্ণ-চৈতন্যের গুরুগণ, সমানগণ ও লঘুগণ—সকলেই তাঁহার দাস।

৫৮। হে উদ্ধব, যদিও কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে লয়, তথাপি সেই কৃষ্ণে আমার মনোবৃত্তি স্থিত হউক্।

অনুভাষ্য

৫২। জগতে গুরুবর্গ যে অজ্ঞাতভাবে দাস্য করেন, তাহা অনেক সময়ে ঐশ্বর্য্য-প্রধান বুদ্ধিতে বা মর্য্যাদা-মার্গে বুঝা যায় না। এজন্য নারায়ণসেবায় কৃষ্ণপ্রেমার ন্যায় চমৎকারিতা নাই। কৃষ্ণের গুরুগণ দাস্যের উৎকর্ষে অবস্থিত হইবার জন্যই শ্রীগুরুত্ব গ্রহণ করিয়া সেবা করিয়া থাকেন। সম ও লঘু-সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া দাস্যভাব ঐশ্বর্য্যপ্রধান বুদ্ধিতে বুঝা যায়, কিন্তু গুর্ব্বভিমানে দাস-ভাব-প্রাবল্য একমাত্র কৃষ্ণসেবায় অবস্থিত। সর্ব্বতোভাবে সেবা-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া প্রচুর পরিমাণে সেবাভিলাষ একমাত্র সর্ব্বসেব্য কৃষ্ণের প্রতিই সম্ভব। নারায়ণের সম ও লঘু, বহু সেবক আছেন। কিন্তু কৃষ্ণের গুরুবর্গ অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া আত্যন্তিক সেবাই করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের গুরুজন, কৃষ্ণের সম এবং কৃষ্ণের স্নেহের পাত্র, এই ত্রিবিধ ব্যক্তিই তৎপ্রেমবিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণদাস্যই করিয়া থাকেন,—ইহাই প্রেমের অদ্ভুত বিক্রম।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৭।৬০-৬১)—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥ ৫৯ ॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬০ ॥

(৬) ব্রজসখাগণের সখ্যরসেও কৃষ্ণদাস্য ঃ—

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীন, কেবল সখ্যময় ॥ ৬১ ॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ।
তাঁরা দাস্যভাবে করে চরণ-সেবন ॥ ৬২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৫।১৭)—

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৯-৬০। নন্দ কহিলেন,—হে উদ্ধব, আমাদের সমস্ত মানসবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজকে আশ্রয় করুক ; আমাদিগের বাক্যসকল তাঁহার নামকীর্ত্তন করুক এবং আমাদিগের দেহ তাঁহার অভিবাদনে প্রযুক্ত হউক। কর্ম্মফলানুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের যে কোন অবস্থা হউক না কেন, দানাদি শুভানুষ্ঠানের দ্বারা পরম পুরুষ কৃষ্ণে আমাদিগের রতি পরিবর্দ্ধিত হউক্।

৬১। সখ্য দুই প্রকার—'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত' ও 'কেবল' অথবা 'অমিশ্র' সখ্য। শ্রীদামাদি ব্রজসখাদিগের 'কেবল' সখ্য—তাঁহারা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য জানেন না।

৬৩। কৃষ্ণ শয়ন করিলে কোন সখা তাঁহার পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন, কেহ বা বিশুদ্ধ-সখ্যভাবে পল্লব-রচিত ব্যজনদ্বারা বায়ু ব্যজন করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

৫৯। ব্রজবাসিগণের সহিত সাক্ষাৎকারের পর তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া উদ্ধব দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তনোদ্যত হইলে নন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগভরে উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

নঃ (অস্মাকং) মনসঃ বৃত্তয়ঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ (কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রিতাঃ) স্যুঃ। [অস্মাকং] বাচঃ তু নাম্নাং (তন্নাম্নাম্) অভিধায়িনীঃ (কীর্ত্তনপরা ভবন্তু), কায়ঃ (দেহঃ) তৎপ্রহ্বণাদিষু (তস্য কৃষ্ণস্য নমস্কারাদিষু) অস্তু।

৬০। কর্ম্মভিঃ (পাপপুণ্যাদিভিঃ ফলান্বিতৈঃ) ঈশ্বরেচ্ছয়া যত্র ক্বাপি ভ্রাম্যমাণানাং (চতুরশীতিযোনিষু জায়মানানাং) নঃ (অস্মাকং) মঙ্গলাচরিতৈঃ দানৈঃ (তজ্জনিতৈঃ শুভকর্ম্মভিঃ) ঈশ্বরে (ভগবতি) কৃষ্ণে রতিঃ (অনুরাগঃ) অস্তু।

৬৩। তালবনে ধেনুকাসুরের বধের পূর্ব্বে রামকৃষ্ণকে লইয়া গোপবালকগণ পরস্পর এইরূপ ক্রীড়া করিতেছিলেন,—

(৭) ব্রজগোপীগণের মধুররসেও কৃষ্ণদাস্য ঃ—

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥ ৬৪ ॥
যাঁ-সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী-অভিমান ॥ ৬৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩১।৬)—

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজ-জনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥৬৬॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৭।২১)—

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৬। হে ব্রজদুঃখনাশক, হে যোষিদ্‌গণের মধ্যে পরম-নায়ক, হে নিজ-জন-সন্দেহ (গর্ব্ব)-দূরকারী মন্দহাস্যময়, হে সখে, আমরা তোমার কিঙ্করী—তোমার মুখপদ্ম আমাদিগকে দর্শন করাও।

৬৭। সম্প্রতি খেদের বিষয় এই যে, আমাদের আর্য্যপুত্র মথুরা-নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। হে উদ্ধব, পিতা নন্দের গৃহ ও গোপবান্ধবগণকে তিনি কি স্মরণ করেন? কখনও কি তিনি এই কিঙ্করীদিগের কথা বলেন? আহা! তিনি কি আর অগুরুবৎ-গন্ধযুক্ত হস্ত আমাদের মস্তকে ধারণ করিবেন?

অনুভাষ্য

হতপাপ্মানঃ (বিগতকল্মষাঃ) কেচিৎ গোপবালকাঃ মহাত্মনঃ (ভগবতঃ) তস্য (কৃষ্ণস্য) পাদসম্বাহনং চক্রুঃ ; অপরে [গোপাঃ] ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ (সম্যক্ অবীজয়ন্)।

৬৬। রাসক্রীড়াকালে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হওয়ায় তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে গোপীগণের গীতি,—

হে ব্রজজনার্ত্তিহন্ (কৃষ্ণানুরাগিজনবিরহক্লেশবিনাশন) বীর (উদারবিগ্রহ), নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত (নিজজনানাং রসবিগ্রহানাং স্ময়ঃ গর্ব্বং তং ধ্বংসয়তি ইতি তথাভূতং স্মিতং হাস্যং যস্য তথাভূত) সখে, স্ম (নিশ্চিতং) ভবৎকিঙ্করীঃ নঃ (অস্মান্) ভজ (অনুবর্ত্তস্ব) ; চারু (মনোহরং) জলরুহাননং (মুখপদ্মং) চ যোষিতাং (গোপীনামস্মাকং) দর্শয়।।

৬৭। ব্রজে উদ্ধবের আগমনে ভ্রমরকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমতীর চিত্রজল্পোক্তি,—

হে সৌম্য! অপি বত আর্য্যপুত্রঃ (নন্দনন্দনঃ) অধুনা কিং মধুপুর্য্যাং (মথুরায়াম্) আস্তে (সুখং নিবসতি)? সঃ পিতৃগেহান্ (পিতৃভ্যাং নন্দযশোদাভ্যাং গেহৈশ্চ সহিতান্) বন্ধূন্ (পর্জ্জন্য-

(৮) এমন কি, সাক্ষাৎ শ্রীরাধারও কৃষ্ণদাস্য ঃ—

তাঁ-সবার কথা রহু,—শ্রীমতী রাধিকা ।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা ॥ ৬৮ ॥
তেঁহো যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥ ৬৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩০।৩৯)—

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ৭০ ॥

(৯) মহিষীগণেরও কৃষ্ণদাস্য ঃ—

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী ।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী ॥ ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭০। হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হা মহাবাহো! আমি তোমার অতিদীনা দাসী, আমাকে নিকটস্থ কর!

অনুভাষ্য

বরীয়স্যুপনন্দাভিনন্দ-সন্নন্দ-নন্দন-রোহিণী-সানন্দানন্দিনী-কণ্ডব-দণ্ডবাদীন্) গোপান্ (সুবলার্জ্জুন-গন্ধর্ব্ব-বসন্ত-শ্রীদামসুদামো-জ্জ্বল-কোকিল-সনন্দন-বিদগ্ধাদীন্) চ কিং স্মরতি? ক্বচিৎ (কদাচিৎ) অপি কিঙ্করীণাং (ললিতা-বিশাখা-চিত্রা-চম্পকলতা-তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখা-রঙ্গদেবী-সুদেবী-কলাবতী-শুভাঙ্গদা-হিরণ্যাঙ্গী-রত্নলেখা-শিখাবতী-কন্দর্পমঞ্জরী-ফুল্লকলিকানঙ্গমঞ্জরী-পুণ্ডরীকা-সীতাখণ্ডী-চারুচণ্ডী-সদণ্ডিকা-কুণ্ঠিতা-কলকণ্ঠী-বামচী-মেচকা-হরিদ্রাভা-হরিচ্চেলা-বিতণ্ডিকা-লীলাবতী-সাধিকা-চন্দ্রিকা-মাধবী-বিজয়া-নন্দা-গৌরী-সুধামুখী-বৃন্দা-কৌমুদী-রত্নভবা-রত্নপ্রভাদি-দাসীনাং) নঃ (অস্মাকং শ্রীমতীবৃষভানুকুমারীণাং গান্ধর্ব্বিকানাং) কথাং সঃ গৃণীতে (কিং স্বমুখেনোচ্চারয়তি?) কদা নু অগুরুসুগন্ধং (অগুরুঃ সকাশাদপি সুষ্ঠুগন্ধং যস্য তাদৃশং) ভুজং (স্বভুজং) মূর্দ্ধ্নি অধাস্যৎ (নিধাস্যতি)?

৭০। রাসক্রীড়াকালে অন্যগোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ একমাত্র শ্রীমতী রাধিকার সহিত অন্তর্হিত হইলে অন্য গোপী-গণকে কৃষ্ণ-বিরহে বিলাপ করিতে দেখিয়া দৃপ্তিবশতঃ শ্রীমতী স্বীয় চলচ্ছক্তি-রাহিত্য জ্ঞাপন করিয়া কৃষ্ণকে বহন করিতে আদেশ করায় কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানহেতু শ্রীমতীর বিলাপোক্তি,—

হা নাথ, রমণ, প্রেষ্ঠ (সর্ব্বোত্তম), ক্বাসি [ত্বং] ক্বাসি? হে সখে, কৃপণায়াঃ (তব বিরহকাতরায়াঃ দীনায়াঃ) তে (তব) দাস্যাঃ মে (মম) সন্নিধিং (নিজসন্নিধানং) দর্শয় (অবলোকয়)।।

৭২। স্যমন্তপঞ্চকে যাদব ও কৌরব-মহিলাগণ একত্র সম্মিলিত হইলে পরস্পর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর প্রতি কৃষ্ণমহিষী কালিন্দীর বাক্য,—

স্বপাদস্পর্শনাশয়া (স্বস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদস্পর্শনস্য আশা,

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮৩।১১)—

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া ।
সখ্যোপেত্যোগ্রহীৎ পাণিং সাহং তদ্গৃহমার্জ্জনী ॥ ৭২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮৩।৩৯)—

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥ ৭৩ ॥

(১০) স্বয়ংপ্রকাশ বলরামেরও কৃষ্ণদাস্য ঃ—

আনের কি কথা, বলদেব মহাশয় ।
যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময় ॥ ৭৪ ॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা ।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন জনা ॥ ৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭২। আমি শ্রীকৃষ্ণপাদস্পর্শ-লালসায় তপস্যা করিতেছিলাম, কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণ স্বীয় সখার সহিত আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিলেন। তদবধি আমি ইঁহার গৃহমার্জ্জনকারিণী দাসী।

৭৩। আমরা কত কত তপস্যাদ্বারা সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই আত্মারাম পুরুষের গৃহদাসীত্ব লাভ করিয়াছি!

অনুভাষ্য

তয়া) তপশ্চরন্তীং মা (মাম্) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) সঃ কৃষ্ণঃ সখ্যা (অর্জ্জুনেন) সহ উপেত্য (সমীপমাগত্য) পাণিম্ অগ্রহীৎ ; সা অহং তৎ (তস্য) গৃহমার্জ্জনী দাসী।

৭৩। ঐ সময়ে ঐ প্রসঙ্গে দ্রৌপদী-প্রতি কৃষ্ণমহিষী লক্ষ্মণার বাক্য,—

ইমাঃ বয়ং (মহিষ্যঃ) সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা (সর্ব্বেষু সুখবিত্ত-পুত্রাদিষু সমোক্ষচতুর্ব্বর্গাদিষু বা সঙ্গঃ তস্য নিবৃত্ত্যা উপেক্ষয়া) তপসা (দাসীবৃত্ত্যা) আত্মারামস্য তস্য (কৃষ্ণস্য) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) গৃহদাসিকাঃ বভূবিম (আস্মহি)।

৭৫। বলদেব অগ্রজন্মা অর্থাৎ পূজ্য হইয়াও আপনাকে অনুজ কৃষ্ণের সেবক বলিয়াই জানেন। মহাবৈকুণ্ঠে এই স্বয়ং-প্রকাশ বলদেববিগ্রহেরই চতুর্ব্ব্যূহাত্মক প্রকোষ্ঠ—উহাই সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বরের পরম ঐশ্বর্য্য। মর্য্যাদামার্গে এরূপ সমু-ন্নত পরমোচ্চ পদবীও কৃষ্ণের ভৃত্যবৃত্তিতে অবস্থিত, সুতরাং গোলোক-বৈকুণ্ঠ ও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বা তদভ্যন্তরস্থ কোন সত্ত্বই কৃষ্ণকে ভোগ করিতে বা ভৃত্য করাইতে সমর্থ নহে। কৃষ্ণ ব্যতীত অপর প্রত্যেকেই কৃষ্ণে যে পরিমাণে সেবাপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট, সেই পরিমাণই তিনি অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণদাস্য পরিত্যাগ করিয়া যে প্রাণী যে পরিমাণ বিমুখ হইয়াছেন, সেই পরিমাণে তিনি অমঙ্গল আবাহন করিয়াছেন। জড়জগতে কৃষ্ণকে ভোগ করিবার প্রবৃত্তি অথবা কৃষ্ণের সমজ্ঞানে কৃষ্ণের ন্যায় ভোগ

(১১) শেষরূপী অনন্তের দশদেহে কৃষ্ণদাস্য ঃ—

সহস্রবদনে যেঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ ।
দশ দেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন ॥ ৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। দশদেহ—ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন,—এই দশদেহ।

অনুভাষ্য

করিবার প্রবৃত্তি অভক্তকুলের মূলমন্ত্র হইলেও স্বরূপতঃ সকল কৃষ্ণাশ্রিত জনই নিত্যকাল ভগবৎসেবায় নিযুক্ত। কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্যই জীবকে মৃতকল্প করিয়া তুলে। যখন কৃষ্ণজ্ঞানের উন্মেষ হয়, তৎকালেই ন্যূনাধিক কৃষ্ণদাস্যবৃত্তি জীবমাত্রেই লক্ষিত হয়।

৭৭-৭৮। রুদ্র ও সদাশিব—লঘুভাগবতামৃতে গুণাবতার-বর্ণনপ্রসঙ্গে (১৮-২৪) শ্লোক। রুদ্র—"একাদশব্যূহস্তথাষ্টতনুরপ্যসৌ। প্রায়ঃ পঞ্চাননস্ত্র্যক্ষো দশবাহুরুদীর্য্যতে।। ক্বচিজ্জীব-বিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব। তত্তু শেষবদেবাস্তাং তদংশত্বেন কীর্ত্তনাৎ।। হরঃ পুরুষধামত্বান্নির্গুণপ্রায় এব সঃ। বিকারবানিহ তমোযোগাৎ সর্ব্বৈঃ প্রতীয়তে।। যথা শ্রীদশমে (১০।৮৮।৩)—"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।।" যথা ব্রহ্ম-সংহিতায়াং—(৫।৪৫) "ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ, সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ। যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্, গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি।।" বিধের্ললাটাজ্জন্মাস্য কদাচিৎ কমলাপতেঃ। কালাগ্নিরুদ্রঃ কল্পান্তে ভবেৎ সঙ্কর্ষণাদপি।। সদাশিবাখ্যা তন্মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতা। সর্ব্বকারণভূতাসাবঙ্গভূতা স্বয়ং প্রভোঃ। বায়ব্যাদিষু সৈবেয়ং শিব-লোকে প্রদর্শিতা।। তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াম্ আদিশিব-কথনে—(৫।৮)—"নিয়তিঃ সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশংবদা। তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ। যা যোনিঃ সাপরা শক্তিঃ" ইত্যাদি।

শ্রীরুদ্র—একাদশব্যূহ, যথা—অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, দেবশ্রেষ্ঠ ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী এবং অপরাজিত ; এবং অষ্ট মূর্ত্তি যথা—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও সোমযাজী ; তন্মধ্যে প্রায় রুদ্রই পঞ্চমুখ, ত্রিনয়ন এবং দশবাহু। কোন কোন স্থানে রুদ্রকেও বিধির ন্যায় 'জীববিশেষ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবদংশ-রূপে কীর্ত্তন করায় 'শেষে'র ন্যায় ইহারও মীমাংসা করিতে হইবে অর্থাৎ স্বাংশ শিব—ঈশ্বর-কোটি এবং সংহারক রুদ্র—বিভিন্নাংশ জীব। হর ভগবদবতার পুরুষাত্মস্বরূপ বলিয়া বস্তুতঃ নির্গুণ হইয়াও তমোগুণের যোগে অতাত্ত্বিক সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকট আপাততঃ বিকারীর ন্যায় প্রতীত হন। যথা শ্রীদশমে—"রুদ্র নিরন্তর গুণসাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতিযুক্ত, গুণক্ষোভের পর

(১২) শিবের কৃষ্ণদাস্য ঃ—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ ।
গুণাবতার তেঁহো, সর্ব্বদেব-অবতংস ॥ ৭৭ ॥

অনুভাষ্য

গুণত্রয়যুক্ত এবং দূর হইতে গুণত্রয়ে সংবৃত" ইতি। যথা ব্রহ্ম-সংহিতায়—"দুগ্ধ যেমন বিকার-বিশেষের যোগে দধিরূপে পরিণত হয়, কিন্তু সেই দধি স্বকারণ দুগ্ধ হইতে কখনই পৃথক্ বস্তু নয়, তদ্রূপ যিনি সংহারকার্য্যের নিমিত্ত রুদ্ররূপে অবতীর্ণ হন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।" কোন কল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে বা বিষ্ণুর ললাট হইতে রুদ্রের উৎপত্তি হয়। কল্পাবসানে সঙ্কর্ষণ হইতেও কালাগ্নি রুদ্রের জন্ম হইয়া থাকে। বায়ুপুরাণাদিতে বৈকুণ্ঠের অন্তর্ভুক্ত শিবলোকে সর্ব্বকারণস্বরূপ ও তমোগুণসম্বন্ধরহিত যে সদাশিব-নাম্নী শিবমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস। যথা ব্রহ্মসংহিতায় আদিশিব-কথনে উক্ত হইয়াছে,—"নিয়তা ভগবৎস্বরূপভূতা, অনপায়িনী এবং বশংবদা সেই রমাদেবী যাঁহার প্রেয়সী, সনাতন চৈতন্যবিগ্রহ ভগবান্ শম্ভু সেই স্বয়ংরূপের অঙ্গবিশেষ। যিনি যোনি অর্থাৎ মহামায়া ও মহদাদি-তত্ত্বের উৎপত্তিস্থান, তিনি অপরা অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী শক্তি" ইত্যাদি।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ঃ—বাক্যবিশেলাভাৎ রুদ্রস্যাপি দ্বৈবিধ্যং প্রতিপাদয়িতুমাহ—শ্রীতি। 'সত্ত্বং রজঃ' ইত্যাদি (ভাঃ ১।২।২৩) বাক্যে য ঈশ্বরকোটিরুক্তঃ, তং তাবদাহ—রুদ্র একাদশব্যূহ ইতি। অত্র ভারতবাক্যম্—"অজৈকপাদহিব্রধ্নো বিরূপাক্ষোঽথ রৈবতঃ। হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ। সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ।।" ইত্যেতৎ। তথাষ্ট-তনুরিতি—"পৃথিবীং সলিলং তেজো বায়ুরাকাশমেব চ। সূর্য্য-চন্দ্রমসৌ সোমযাজী চেত্যষ্টমূর্ত্তয়ঃ।।" ইতি যাদবঃ। প্রায় ইতি—জলাবরণস্থ-রুদ্রস্যৈকমুখত্ববীক্ষণাৎ।

অথ জীবকোটিত্বং তস্যাহ—ক্বচিদিতি। "যং কাময়ে তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্" ইত্যাদিকমৃক্শ্রুতৌ; "অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত—প্রজাঃ সৃজেয়" ইত্যারভ্য, "নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে, নারায়ণাৎ প্রজাপতির্জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণা-দষ্টৌ বসবো (জায়ন্তে), নারায়ণাদেকাদশ-রুদ্রা (জায়ন্তে) নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যাঃ" (নাঃ উঃ ১) ইত্যাদিকং নারায়ণো-পনিষদি। "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানঃ" ইত্যুপক্রম্য, "তস্য ধ্যানান্তস্থস্য ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষোঽজায়ত বিভ্রচ্ছ্রিয়ং সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপো বৈরাগ্যম্" (মঃ উঃ ১-২) ইত্যাদিকং মহোপনিষদি। "প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ। তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতৌ।।"

তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য-প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব, 'মুঞি কৃষ্ণদাস' ॥ ৭৮ ॥

অনুভাষ্য

ইতি মোক্ষধর্ম্মে চ। এভির্বাক্যৈর্জন্মোক্তেঃ হরস্য জীবত্বম্। অতঃ প্রলয়শ্চ "ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ। এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা।। জগৎকার্য্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে চ তেজসা। বিতেজসশ্চ তে সর্ব্বে পঞ্চত্বমুপযান্তি বৈ।।" ইতি বিষ্ণুধর্ম্মে। "একো হ" ইত্যাদিশ্রুতৌ চ। অন্যথা এতানি কুপ্যেয়ুঃ। দৃষ্টান্তোঽত্র—বিধিরিবেতি। শেষবদিতি—শার্ঙ্গিণঃ শয্যারূপস্তদাধারশক্তিঃ শেষ ঈশ্বরকোটিঃ, ভূধারী তু তদাবিষ্টো জীবঃ। তদংশত্বেনেতি—তৎস্বাংশত্বেন তদ্‌বিভিন্নাংশত্বেন চ পুরাণেষ্বভিধানাদিত্যর্থঃ।

যত্তু "সত্ত্বং রজস্তমঃ" ইতি পদ্যে পরস্য পুরুষস্যাবির্ভাবো হরঃ পঠিতঃ, স খলু পুরুষধামত্বাৎ—তদাত্মভূতত্বাৎ নির্গুণ এব। প্রায় ইতি—স্বেচ্ছাগৃহীতেন তমসা আবৃতত্বাৎ। অতএব, সর্ব্বৈঃ—অতত্ত্ববিদ্ভিঃ ; বিকারবান্, ইহ—গুণাবতারেষু প্রতীয়তে ; বস্তুতস্তু অবিকারী স ইত্যর্থঃ। তমোযোগাদ্‌বিকারবান্ প্রতীয়তে, ইত্যত্র প্রমাণমাহ,—শিবঃ শক্তীতি। শিবঃ—রুদ্রঃ, শশ্বৎ—সর্ব্বদা, শক্ত্যা—স্বেচ্ছাগৃহীতয়া গুণসাম্যাবস্থয়া প্রকৃত্যা যুতঃ; গুণক্ষোভে সতি ত্রিলিঙ্গঃ—গুণত্রয়যুক্তঃ, প্রকটৈশ্চ সদ্ভিস্তৈর্গুণৈর্দূরতঃ সংবৃতশ্চেতি। ননু তমঃসংবৃতত্বং তস্য খ্যাতং, ত্রিলিঙ্গত্বমিহ কথমুক্তমিতি চেৎ? উচ্যতে—ত্রয়াণাং গুণানাং মিথঃ সংপৃক্তত্বাৎ সত্ত্বরজসী চ তত্র স্যাতামেবেত্যবিরোধঃ। এতচ্চ বাক্যং লোকপ্রতীত্যনুবাদরূপং বোধ্যম্।

পুরুষধামত্বাৎ নির্গুণত্বং তমোযোগাৎ বিকারবত্ত্বভণিতিঃ, ইত্যত্র প্রমাণং—ক্ষীরং যথেতি। বিকারবিশেষযোগাৎ ক্ষীরং যথা দধি সঞ্জায়তে, ততঃ—ক্ষীরাৎ হেতোঃ দধি, পৃথক্—ভিন্নং, ন অস্তি—ন ভবতি, তথা, যঃ—গোবিন্দঃ, তমোযোগাৎ—স্বেচ্ছাগৃহীত-তমঃ-সম্বন্ধাৎ, শম্ভুর্ভবতি ; ন তু গোবিন্দাৎ শম্ভুরন্য ইত্যর্থঃ। তথা চ বিকারস্যাগন্তুকত্বাৎ স্বরূপে ন তৎপ্রসঙ্গ ইতি।

রুদ্রস্যাবির্ভাবস্থানান্যাহ—বিধেরিতি। বিধের্ললাটাদিতি শতপথাদৌ দৃষ্টং, কমলাপতের্ললাটাদিতি মহোপনিষদি (মঃ উঃ ২), পুরাণেষু চ ; তদিদং কল্পভেদাৎ সম্ভাব্যম্। কালাগ্নিরুদ্র ইতি—"পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ" (ভাঃ ১১।৩।১০) ইত্যেকাদশোক্তের্বোধ্যম্।

যত্তু কৃষ্ণঃ স্বয়ংপ্রভুঃ, নারায়ণাদয়স্তদ্বিলাস-স্বাংশাঃ, তথা আবেশাশ্চ কেচিৎ, তৎস্বাংশাৎ গর্ভোদশয়াৎ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রাঃ, তেষামীশত্বম্, কদাচিৎ ব্রহ্ম-রুদ্রয়োর্জীবত্বঞ্চ, ইতি বচনলাভাৎ শাস্ত্রকৃতা নির্ণীতং, ন তৎ চতুরস্রং ; কিন্তু সদাশিবো মূলং তত্ত্বং স্বয়ংপদাভিমতং, তদেব নারায়ণাদিরূপম্, অতঃ ব্রহ্মাদয়স্ত্রয়-

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর ॥ ৭৯ ॥

অনুভাষ্য

স্তস্যৈব কার্য্যভূতাঃ—"অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্। তমাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্।। উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্। ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্ত সাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ।। স ব্রহ্ম স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ। স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং চরাচরম্। জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে।।" (কৈঃ উঃ ৬-৯) ইতি কৈবল্যোপনিষদি শ্রবণাৎ। তস্মাদয়ং পক্ষো বরীয়ান্, শ্রৌতত্বাদিতি চেৎ? তত্রাহ—সদেতি। সা মূর্ত্তিঃ স্বয়ং প্রভোঃ—কৃষ্ণস্য অঙ্গভূতা, নারায়ণস্তদ্বিলাস ইত্যর্থঃ। অতএব তৈত্তিরীয়াঃ শিবমচ্যুতং নারায়ণমিত্যেকার্থেন পঠন্তি। শ্রুতৌ, উমা—কীর্ত্তিঃ তৎসহায়ং, ত্রিলোচনং—ত্রিকালজ্ঞং, নীলকণ্ঠং—নীলমণিভূষিতকণ্ঠম্, ইতি ব্যাখ্যেয়ং—প্রতীতার্থানাং তস্মিন্ শিবে অস্বীকারাৎ। বায়ব্যাদিষ্বিতি। শিবলোকে—বৈকুণ্ঠধাম্নি। "অণ্ডৌঘস্য সমন্তাৎ তু" ইত্যাদিভির্বায়বীয়বাক্যৈ-র্নিরূপিতোঽয়ং সদাশিবস্তল্লোকশ্চ সন্দর্ভকৃদ্ভিঃ।

স্বয়ংরূপস্য কৃষ্ণস্যৈব মূর্ত্তিঃ সদাশিব ইত্যত্র নির্ণায়কং বাক্যমাহ—নিয়তিঃ সেতি। আদি-পদেনেদং গ্রাহ্যং—"কামো বীজং মহদ্ধরেঃ। লিঙ্গযোন্যাত্মিকা জাতা ইমা মাহেশ্বরীঃ প্রজাঃ।। শক্তিমান্ পুরুষঃ সোঽয়ং লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ। তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ।।" (ব্রঃ সং ৫।৮-১০) ইতি। অস্যার্থঃ—পূর্ব্বং রময়া রমণমুক্তং, রমা সা কীদৃশী? ইত্যাহ—নিয়তিরিতি—নিয়ম্যতে নিয়তা ভবতি রমণে তস্মিন্নিতি তদনপায়িনী তৎস্বরূপভূতেতি যাবৎ। অত উক্তং—"তৎপ্রিয়া তদ্বশংবদা" ইতি, "ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী, নি বিষ্ণুঃ পদ্মজাং বিনা" ইতি হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রাৎ, "নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী" (বিঃ পুঃ ১।৮।১৫) ইতি বৈষ্ণবাচ্চ। তস্য স্বয়ংরূপস্য ভগবান্ শম্ভুঃ, লিঙ্গং—চিহ্নং ভবতি, "লিঙ্গং চিহ্নেঽনুমানে চ" ইতি বিশ্বঃ। ভগবান্—ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্টঃ পরব্যোমাধীশঃ। শং ভাবয়তি স্ব-দ্বিতীয়ব্যূহ-সঙ্কর্ষণাত্মনা প্রকৃতিবিলীনানাং জীবানাং তত্তদুপাধি-সৃষ্ট্যৈতি শম্ভুঃ, জ্যোতীরূপঃ—চৈতন্যবিগ্রহঃ। অনেন তদধীশত্বেন কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বং পরিচীয়তে, সাম্নাদিনেব গোর্গোত্বম্। যস্যাসৌ বিলাসঃ স স্বয়ম্, ইত্যতস্তস্য স লিঙ্গমুচ্যতে। যা খলু যোনিঃ—মহদাদ্যুপাদানভূতা, সা ত্বপরাশক্তিঃ—ত্রিগুণেত্যর্থঃ। হরেঃ—তদংশস্য সঙ্কর্ষণস্য, কামঃ—তদ্দিদৃক্ষালক্ষণঃ, মহদাদিসৃষ্টিফলকো ভবতি, ততো বীজং মহদিতি। মহৎ

অনুভাষ্য

—অপরিমিতং জীবতত্ত্বং, তস্যামাহিতং ভবতি। অত ইমা মাহেশ্বর্য্যঃ প্রজা লিঙ্গ-যোন্যাত্মিকাঃ—পুরুষ-প্রকৃতিকারণিকা জাতাঃ কথ্যন্তে। প্রকৃতেরুপসর্জ্জনত্বেন তদধীন্যাৎ মাহেশ্বরী-রিতি প্রজা-নাম, ইত্যুপপাদয়তি শক্তিমানিত্যর্দ্ধকেন। অথোক্তা-র্থমেব স্ফুটয়তি—তস্মিন্নিতি। লিঙ্গে—তদধীশে, তৎসন্নিধৌ। মহাবিষ্ণুঃ—সঙ্কর্ষণঃ। ★

★ শাস্ত্রবাক্য-বিশেষ লাভহেতু শ্রীরুদ্রেরও দ্বিবিধত্ব প্রতিপাদন করিতে বলা হইতেছে—'শ্রী' ইত্যাদি। 'সত্ত্বং রজঃ' (ভাঃ ১।২।২৩) ইত্যাদি বাক্যে "এক পরম পুরুষ (শ্রীকৃষ্ণ) প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়া যথাক্রমে হরি, বিরিঞ্চি ও হর-রূপে সংজ্ঞিত হন"—ইহাতে যে 'ঈশ্বরকোটি রুদ্র'-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তাঁহার বিষয়ে বলা হইতেছে—'রুদ্র একাদশব্যূহ' ইত্যাদি। এ বিষয়ে মহাভারত-বাক্য যথা,—'অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ. ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত'—এই একাদশ ব্যূহ। সেইপ্রকার তাঁহার অষ্টতনু, যথা—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও সোমযাজী। 'প্রায় রুদ্রের পঞ্চবদন'—এস্থলে জলাবরণস্থ রুদ্রের একবদনহেতু 'প্রায়' বলা হইয়াছে।

অনন্তর রুদ্রের জীবকোটিত্ব বলা হইতেছে। ঋক্-শ্রুতিতে ভগবদ্বাক্য—"আমি যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে উগ্র (রুদ্র) করি, তাহাকে ব্রহ্মা, তাহাকে ঋষি, তাহাকে বুদ্ধিমান্ করি।" শ্রীনারায়ণোপনিষদে—"অনন্তর পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণ প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। তদনন্তর নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জাত হইলেন, নারায়ণ হইতে রুদ্র জাত হইলেন, নারায়ণ হইতে প্রজাপতি, ইন্দ্র, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ-আদিত্য জাত হইলেন।" মহোপনিষদে—'পূর্ব্বে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না এবং রুদ্রও ছিলেন না। সেই ধ্যানাবস্থিত নারায়ণের ললাট হইতে ত্রিনয়নযুক্ত, শূলপাণি, শ্রী-সত্য-ব্রহ্মচর্য্য-তপস্যা-বৈরাগ্যধারণকারী পুরুষ জাত হইলেন।" মোক্ষধর্ম্মে—"প্রজাপতিকে ও রুদ্রকে আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু, তাহারা আমার মায়ায় মোহিত হইয়া আমাকে জানিতে পারে না।"—এইসকল বাক্যে জন্মসূচক উক্তিদ্বারা রুদ্রের জীবত্ব অবগত হওয়া যায়। অনন্তর প্রলয়, যথা,—বিষ্ণুধর্ম্মে—"বিষ্ণুতেজে সমৃদ্ধ ব্রহ্মা, রুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাগণ জগৎকার্য্যের অবসান হইলে উক্ত তেজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং তখন নিষ্প্রভ হইয়া সকলে পঞ্চত্ব লাভ করেন।" সুতরাং শ্রুতিতে কথিত 'পূর্ব্বে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন'—ইহা যুক্তিযুক্ত ; অন্যথা এইসকল শাস্ত্রবাক্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। রুদ্রের যে জীবত্ব, তাহার দৃষ্টান্তরূপে এইস্থলে বলা হইয়াছে—যেমন, ব্রহ্মা। আবার 'ভগবদংশ'-উক্তিহেতু তিনি 'শেষ'-তুল্য অর্থাৎ যেরূপ, শ্রীবিষ্ণুর শয্যারূপ বিষ্ণুর আধারশক্তি 'শেষ'—ঈশ্বরকোটি এবং ভূধারী 'শেষ'—তদাবিষ্ট জীব, তদ্রূপ স্বাংশত্ব (ঈশকোটিত্ব) ও বিভিন্নাংশত্ব (জীবকোটিত্ব)-রূপে রুদ্রকে 'ভগবদংশ' বলা হইয়াছে,—পুরাণাদিতে এইরূপ কথিত হইয়াছে।

'সত্ত্বং রজস্তমঃ' (ভাঃ ১।২।২৩) শ্লোকে পরমপুরুষের আবির্ভাব-স্বরূপ যে 'হর' কথিত হইয়াছে, তিনি পুরুষধাম বলিয়া অর্থাৎ সেই পুরুষের আত্মভূত বলিয়া নির্গুণই। এস্থলে যে 'প্রায় নির্গুণ' উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ, তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করায় তমোগুণদ্বারা আবৃত হইয়াছেন। অতএব সকল অতত্ত্ববিদ্গণের নিকট তিনি গুণাবতারগণের মধ্যে 'বিকারী'-রূপে প্রতীত হন। কিন্তু, বস্তুতঃ তিনি অবিকারী, এই অর্থ। তমোগুণের যোগবশতঃ তিনি বিকারী বলিয়া যে প্রতীত হন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ—'শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ' (ভাঃ ১০।৮৮।৩)। শ্রীরুদ্র সর্ব্বদা 'শক্তিযুত' অর্থাৎ স্বেচ্ছায় গৃহীতা গুণসাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতির সহিত যুক্ত,—গুণক্ষোভ হইলে তিনি ত্রিলিঙ্গ' অর্থাৎ গুণত্রয়যুক্ত, এবং প্রকটিত সেই সৎ (সত্ত্বাদি?)-গুণসমূহদ্বারা তিনি দূর হইতে সংবৃত। যদি বল, তিনি তমোগুণাবৃতা বলিয়াই খ্যাত, অতএব তাঁহার ত্রিলিঙ্গত্ব কি-প্রকার? তদুত্তরে বলা হইতেছে, গুণত্রয় পরস্পর সম্পৃক্ত বলিয়া উক্ত তমোগুণে সত্ত্ব ও রজোগুণের অবশ্য অবস্থানহেতু ইহাতে কোন বিরোধ নাই—এই বাক্য লোক-প্রতীতিগত অনুবাদরূপে বুঝিতে হইবে।

শ্রীরুদ্র পুরুষধাম বলিয়া নির্গুণ হইলেও তমোগুণের যোগহেতু বিকারবান্ রূপে প্রতীত হন ; এস্থলে ইহার প্রমাণ—"ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ" (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৫)। অম্লাদি বিকারবিশেষের যোগহেতু দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হয়, সেস্থলে দুগ্ধরূপ কারণ হইতে দধি পৃথক্ নহে। সেইপ্রকার শ্রীগোবিন্দ তথোযোগ-হেতু অর্থাৎ স্বেচ্ছাগৃহীত তমঃসম্বন্ধ-হেতু শম্ভু হইয়া থাকেন, সেস্থলে শম্ভু গোবিন্দ হইতে কিছু ভিন্ন নহেন। আবার, বিকার আগন্তুক বলিয়া স্বরূপে সেই বিকার-প্রসঙ্গ নাই।

শ্রীরুদ্রের আবির্ভাব স্থানসমূহ বলা হইতেছে। 'শতপথ'-ব্রাহ্মণে ব্রহ্মার ললাট হইতে এবং মহোপনিষদ্ ও পুরাণাদিতে লক্ষ্মীপতি শ্রীবিষ্ণুর ললাট হইতে রুদ্রের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। এই উৎপত্তিগত বিভিন্নতা কল্পভেদে সম্ভব হইয়া থাকে। সঙ্কর্ষণ হইতে কল্পাবসানে কালাগ্নিরূপ রুদ্রের উৎপত্তি, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধোক্ত "পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ" (১১।৩।১০)-বাক্য হইতে বুঝিতে হইবে।

(এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষ-রূপে বলা হইতেছে—) 'শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং প্রভু, নারায়ণ প্রভৃতি তাঁহার বিলাসরূপ স্বাংশতত্ত্ব, আবার কেহ বা আবেশ। সেই স্বাংশতত্ত্বগত গর্ভোদশায়ী হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রকটিত—তাঁহারা ঈশতত্ত্ব। কখনও ব্রহ্মা ও রুদ্রের জীবত্ব শাস্ত্রকারগণ-কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে'—এইরূপে কেহ যে বলিয়া থাকেন, তাহা নির্দ্দোষ নহে। কারণ, সদাশিবই মূলতত্ত্ব—তিনিই 'স্বয়ং'-পদবাচ্য। তাঁহারই নারায়ণাদি-রূপ, অতএব ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয় তাঁহারই কার্য্যভূত। প্রমাণস্বরূপে কৈবল্যোপনিষদে কথিত আছে,—"এই পুরুষ অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্তরূপ, শিব, প্রশান্ত, অমৃত, ব্রহ্মযোনি, আদি-মধ্য-অন্তহীন, এক, বিভু, চিদানন্দ, অরূপ, অদ্ভুত, উমাসহায়, পরমেশ্বর, প্রভু, ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ,

(১৩) চতুর্ব্বিধ রসেই কৃষ্ণদাস্য ঃ—

পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয় ॥ ৮০ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণই সর্ব্বপ্রভু ঃ—

এক কৃষ্ণ—সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব,—তাঁর সেবকানুচর ॥ ৮১ ॥

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব—তাঁহার কিঙ্কর ॥ ৮২ ॥

(১৪) সমগ্র চিদ্বস্তুই তাঁহার দাস ঃ—

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮০। যে কোন ভাব লউন না কেন, সকল ভাবের অন্তর্গত দাস্যভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

অনুভাষ্য

৮১। আদি, ২য় পঃ ৭০, ৮৩, ৮৮, ১০২, ১০৬ ; ৩য় পঃ ৫ ; ৪র্থ পঃ ১১-১২ ; ৫ম পঃ ১৩১ ; ৭ম পঃ ৭-৮ ; মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ১৪৭ ; ৮ম পঃ ১৩৩-১৩৫ ; ১০ম পঃ ১৫ ; ১৫শ পঃ ১৩৯ ; ১৮শ পঃ ১৯০-১৯১ ; ২০শ পঃ ১৫২-১৫৫, ২৪০, ৪০০ ; ২১শ পঃ ৩৪, ৯২ ; ২২শ পঃ ৭ ; ২৪শ পঃ ৭১ সংখ্যা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

৮৩। জীব স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া ভোগীর সজ্জায় কৃষ্ণসেবা-বিমুখ হয়। কেহ বা অজ্ঞানবশতঃ কোন কোন সময়ে ভগবৎ-সেবাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য নহে বলিয়া মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সকল প্রাণীই নিত্যকাল তাঁহার দাস্যে অবস্থিত। ভগবৎসেবা না করিলে জীবের স্বভাব-বিপর্য্যয়ে অমঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্যদাস্যই অণুচিৎ জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম। স্বরূপের বৃত্তি ভুলিয়া গিয়া বদ্ধজীব যে অন্য চেষ্টা করেন, তাহা অচিদ্‌ভোগের আকর্ষণ মাত্র। চৈতন্যোদয় হইলে তাঁহার হৃদয়ে চৈতন্যদাস্য স্বভাবতঃই প্রকাশিত হয়। চৈতন্যসেবা-বঞ্চিত হইয়া বদ্ধজীবের অনুষ্ঠানে অপর বস্তুর উপর প্রভুত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তৎকালেও তিনি চৈতন্যের অযোগ্য দাস মাত্র।

ভূতযোনি, সমস্তসাক্ষি,—তাঁহাকেই মুনিগণ ধ্যান করিয়া প্রকৃতির পরপারে গমন করেন। তিনি ব্রহ্মা, তিনি শিব, তিনি ইন্দ্র, তিনি অক্ষর, স্বরাট্ পুরুষ, তিনিই বিষ্ণু, তিনি প্রাণ, কালাগ্নি, চন্দ্রমা। যাহা হইয়াছে ও হইবে, এরূপ চরাচর সকলই তিনি—তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, অপর কোন পন্থা নাই।" অতএব শ্রুতিপ্রমাণহেতু এই পক্ষই শ্রেষ্ঠ, এইরূপ যদি বলা হয়—সেস্থলে উক্ত হইতেছে, 'সদাশিব'-নামক সেই মূর্ত্তি—স্বয়ংপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গভূতা, অতএব তাঁহার বিলাসরূপ শ্রীনারায়ণ, এই অর্থ। অতএব তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ 'শিব', 'অচ্যুত', 'নারায়ণ' একই অর্থে পাঠ করিয়াছেন। উক্ত কৈবল্যোপনিষদ্-শ্রুতিতে 'উমাসহায়', 'ত্রিলোচন', 'নীলকণ্ঠ' প্রভৃতি শব্দের আপাতদৃষ্ট অর্থসকল সেই শিবে স্বীকৃত হয় নাই, অতএব 'উমাসহায়'—উমা অর্থাৎ কীর্ত্তি যাঁহার সহায়, 'ত্রিলোচন'—ত্রিকালজ্ঞ, 'নীলকণ্ঠ'—নীলমণিদ্বারা ভূষিত কণ্ঠ, এইরূপ ব্যাখ্যা করণীয়। সেই সদাশিব-মূর্ত্তি শিবলোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামে (তথা বৈকুণ্ঠ-অন্তর্গত শিবলোকে) বিরাজমান। 'অণ্ডৌঘস্য সমন্তাৎ তু'—এই বায়ুপুরাণ-বাক্যদ্বারা সন্দর্ভকার শ্রীজীবগোস্বামী (ভগবৎসন্দর্ভ ৭৩ অনুচ্ছেদে) সদাশিব ও তাঁহার লোক নিরূপণ করিয়াছেন।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্ত্তি যে সদাশিব, তাহার প্রমাণ-নির্ণায়ক বাক্য বলা হইতেছে—"নিয়তিঃ সা রমা" (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৮)। এইস্থলে 'আদি-শিব'-পদদ্বারা ইহা গ্রহণীয়,—"হরির কাম (ইচ্ছা) হইতেই মহত্তত্ত্বরূপ বীজ। এই জগতের সকলই লিঙ্গ-যোন্যাত্মিকা মাহেশ্বরী প্রজা। সেই শক্তিমান্ পুরুষই এই লিঙ্গরূপী মহেশ্বর ; সেই লিঙ্গে জগৎপতি মহাবিষ্ণু আবির্ভূত।" (এক্ষণে 'নিয়তিঃ সা রমা'—ইহার অর্থ বলিতেছেন—) পূর্ব্বশ্লোকে যে রমার সহিত পুরুষের (বিষ্ণুর) রমণ উক্ত হইয়াছে, তিনি কে? ইহাতে বলিতেছেন, তিনি 'নিয়তি'—নিয়ম্যা হয়েন অর্থাৎ নিয়তা (বশীভূতা) হয়েন সেই রমণ-কার্য্যে, অর্থাৎ তিনি তাঁহার অনপায়িনী স্বরূপভূতা চিৎশক্তি। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে সেস্থলে উক্ত হইয়াছে,—'তৎপ্রিয়া তদ্বশংবদা (তাঁহার বশীভূতা)'। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে উক্ত আছে,—'শ্রীবিষ্ণু-বিনা লক্ষ্মী এবং লক্ষ্মী-বিনা বিষ্ণু অবস্থান করেন না।' বিষ্ণুপুরাণে—'সেই জগন্মাতা লক্ষ্মীদেবী শ্রীবিষ্ণুর অনপায়িনী শক্তি।' সেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের 'লিঙ্গ' অর্থাৎ চিহ্নস্বরূপ ভগবান্ শ্রীশম্ভু। 'লিঙ্গ' অর্থে চিহ্ন ও অনুমান (বিশ্বকোষ)। ভগবান্—যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট ও পরব্যোমাধিপতি। শম্ভু—'শং ভাবয়তি', মঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন অর্থাৎ নিজ দ্বিতীয়ব্যূহ শ্রীসঙ্কর্ষণাখ্য-রূপদ্বারা প্রকৃতিতে বিলীন জীবসমূহের তত্তৎ উপাধি-সৃষ্টি সম্পাদন করেন। সেই শ্রীশম্ভু—'জ্যোতিরূপ' অর্থাৎ চৈতন্যবিগ্রহ—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের শম্ভুর অধিপতিত্বদ্বারা স্বয়ংরূপত্বের পরিচয় লাভ হয়, যেমন সাস্না (গলকম্বল)-দ্বারাই গরুর গো-ত্ব নিশ্চিত হয়। সেই শ্রীশম্ভু যাঁহার বিলাস, তিনি—'স্বয়ং', সেহেতু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের তিনি 'লিঙ্গ', বলা হইয়াছে। যিনি 'যোনি'-স্বরূপা, তিনি মহদাদি-উপাদানভূতা অপরা শক্তি—ত্রিগুণাত্মিকা, এই অর্থ। (এক্ষণে পরবর্ত্তী 'কামো বীজং মহদ্ধরেঃ'-শ্লোকের অর্থ বলা হইতেছে,—) শ্রীহরির অর্থাৎ হরির স্বাংশ শ্রীসঙ্কর্ষণের, তাঁহার যে 'কাম' অর্থাৎ মায়াপ্রতি দর্শনেচ্ছা, তাহাই মহদাদি-সৃষ্টিকারক হইয়া থাকে। সেইহেতু সেই 'কাম' হইতেই—মহত্তত্ত্বাদি বীজ। 'মহৎ' অর্থাৎ অপরিমিত জীবতত্ত্ব, তাহা সেই অপরা শক্তিতে স্থাপিত হয়। এইরূপে পুরুষ-প্রকৃতি-কারণ-জাত বলিয়া এইসকল মাহেশ্বরী-প্রজা 'লিঙ্গ-যোন্যাত্মিকা'-রূপে কথিত হয়। এইস্থলে প্রকৃতি গৌণকারণ বলিয়া জীবের প্রকৃতির অধীনতাহেতু 'মাহেশ্বরী-প্রজা'-নাম। পরবর্ত্তী 'শক্তিমান্'-শ্লোকার্দ্ধে তাহা উপপাদিত হইয়াছে। সেই 'লিঙ্গে' অর্থাৎ প্রকৃতির অধীশ্বর যে মহেশ্বর, তাঁহাতে অর্থাৎ তাঁহার সমীপে মহাবিষ্ণু শ্রীসঙ্কর্ষণ আবির্ভূত হন।

'চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস ।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁর দাসের দাস ॥' ৮৪ ॥
এত বলি' নাচে, গায়, হুঙ্কার গম্ভীর ।
ক্ষণেকে বসিলা আচার্য্য হৈঞা সুস্থির ॥ ৮৫ ॥

বলদেব ও তাঁহার সমস্ত অংশাবতারই কৃষ্ণদাসাভিমানী ঃ—

ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে ।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে ॥ ৮৬ ॥

(১) তাঁহার সঙ্কর্ষণাবতার দাসাভিমানী ঃ—

তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ ।
ভক্ত বলি' অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ ॥ ৮৭ ॥

(২) তাঁহার লক্ষ্মণাবতার দাসাভিমানী ঃ—

তাঁর অবতার আন শ্রীযুত লক্ষ্মণ ।
শ্রীরামের দাস্য তিঁহো কৈল অনুক্ষণ ॥ ৮৮ ॥

(৩) তাঁহার আদি-পুরুষাবতারও ভক্তাভিমানী ঃ—

সঙ্কর্ষণ-অবতার—কারণাব্ধিশায়ী ।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ॥ ৮৯ ॥

(৪) তাঁহার অদ্বৈতাবতারও ভক্তাভিমানী ঃ—

তাঁহার প্রকাশ-ভেদ—অদ্বৈত-আচার্য্য ।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য ॥ ৯০ ॥
বাক্যে কহে, 'মুঞি চৈতন্যের অনুচর ।'
'মুঞি তাঁর ভক্ত'—মনে ভাবে নিরন্তর ॥ ৯১ ॥
জল-তুলসী দিয়া করে কায়াতে সেবন ।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন ॥ ৯২ ॥

(৫) তাঁহার শেষাবতারও সেবকাভিমানী ঃ—

পৃথিবী ধরেন যেই শেষ-সঙ্কর্ষণ ।
কায়ব্যূহ করি' করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৯৩ ॥

কৃষ্ণের সব অংশাবতারই তাঁহার ভক্ত ঃ—

এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার ।
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার ॥ ৯৪ ॥

ভক্তাবতারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা ঃ—

এ-সবাকে শাস্ত্রে কহে 'ভক্ত-অবতার' ।
'ভক্ত-অবতার'-পদ উপরি সবার ॥ ৯৫ ॥

অংশী কৃষ্ণের প্রতি অংশাবতারের জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-ব্যবহার ঃ—

একমাত্র 'অংশী'—কৃষ্ণ, 'অংশ'—অবতার ।
অংশী-অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-আচার ॥ ৯৬ ॥

জ্যেষ্ঠ-অংশাবতারের কনিষ্ঠ-অংশীর প্রতি প্রভু-বুদ্ধি এবং কনিষ্ঠ-অংশাবতারের জ্যেষ্ঠ অংশীর দাসাভিমান ঃ—

জ্যেষ্ঠ-ভাবে অংশীতে হয় প্রভু-জ্ঞান ।
কনিষ্ঠ-ভাবে আপনাতে ভক্ত-অভিমান ॥ ৯৭ ॥

কৃষ্ণের নিকট ভক্তেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ঃ—

কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ ॥ ৯৮ ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ, ভক্তে বড় করি' মানে ।
ইহাতে বহুত শাস্ত্র-বচন-প্রমাণে ॥ ৯৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৪।১৪)—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ ১০০ ॥

অনুভাষ্য

৯৩। কায়ব্যূহ—দশদেহ। ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৫। ভগবান্ স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য প্রপঞ্চে যখন অবতীর্ণ হন, তৎকালে সেইসকল ঈশ্বরাবতারের লীলা অপেক্ষা জীবের ভজনশিক্ষার উন্মেষের জন্য আদর্শ ভক্তাবতারই জীবের মঙ্গলময় দর্শনে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রয়োজনীয়। ঐশ্বর্য্য-প্রধান অবতারগণকে অক্ষজজ্ঞানে দেখিতে গিয়া জীবের অনেক দুর্গতি ঘটে ; কিন্তু ভগবানের ভক্তরূপে অবতারদর্শনে জীবের অহঙ্কার তাদৃশ আদর্শে কুফল উৎপন্ন করিতে পারে না। অনেক অর্ব্বাচীন জীবদ্দশায় আপনাকে 'বাসুদেবাদি' অভিধান করিয়া মরণান্তে শৃগাল-যোনি লাভ করে। ভক্তাবতারগণের স্বরূপদর্শনে বিমূঢ় জনগণেরই এরূপ দুর্গতি লাভ হয়। অহঙ্কার বদ্ধজীবকে ভগবদৈশ্বর্য্য-কামনায় প্রমত্ত করাইয়া মায়াবাদী করিয়া তুলে।

৯৭। খণ্ডিতবস্তুকে 'অংশ' বলে। যাহার খণ্ড, সেই বস্তু 'অংশী'। অংশীর অংশ, অখণ্ডের খণ্ড—অংশী এবং অখণ্ডের অন্তর্গত। অংশী—প্রভু, অংশ—ভক্ত। এই 'প্রভু' ও 'ভক্তে'র পরস্পর সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ বা বড়-ছোট বিচার সংশ্লিষ্ট। বড়র নাম 'প্রভু', ছোটর নাম ' ভক্ত'। অংশী—কৃষ্ণ, অংশ—বলদেব ও তাঁহার সমানধর্ম্মে অবস্থিত মহাবিষ্ণু-প্রকাশগণ। কৃষ্ণের আপনাকে প্রভু-অভিমান, বলদেবাদির আপনাদিগকে ভক্তাভিমান।

৯৮। কৃষ্ণ-সাম্য-বিচার অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তপদ অর্থাৎ ভক্তের কৃষ্ণসেবা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু কৃষ্ণ নিজের স্বার্থের প্রতি যে-প্রকার প্রেমবিশিষ্ট, তদপেক্ষা তাঁহার সেবকের প্রতি তিনি অধিকতর প্রেমবান্। শ্রীভাগবতের (৯।৪।৬৮)—"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।" এই শ্লোকই তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য।

১০০। স্বীয় ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য,—মে (মম) ভক্ত ভবান্ (উদ্ধবঃ) যথা প্রিয়তমঃ আত্মযোনিঃ

ভক্তভাবেই কৃষ্ণের স্বমাধুর্য্যাস্বাদন ঃ—

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন ।
ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ ॥ ১০১ ॥
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই,—বিজ্ঞের অনুভব ।
মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব ॥ ১০২ ॥

ভক্তভাব লইয়াই নিত্যানন্দ-রামাদি বিষ্ণুবর্গের কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদন ঃ—

ভক্তভাব অঙ্গীকরি' বলরাম, লক্ষ্মণ ।
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ, সঙ্কর্ষণ ॥ ১০৩ ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত করে পান ।
সেই সুখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন ॥ ১০৪ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণেরই স্বমাধুর্য্যাস্বাদনার্থ ভক্তভাবে গৌররূপে অবতার ঃ—

অন্যের আছুক্ কার্য্য, আপনে শ্রীকৃষ্ণ ।
আপন-মাধুর্য্য-পানে হইলা সতৃষ্ণ ॥ ১০৫ ॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন ।
ভক্তভাব বিনু নহে তাহা আস্বাদন ॥ ১০৬ ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি' হৈলা অবতীর্ণ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ ॥ ১০৭ ॥
নানা-ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান ।
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান ॥ ১০৮ ॥

বিষ্ণুর সকল অবতারেরই ভক্তভাব ঃ—

অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার ।
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর ॥ ১০৯ ॥

শ্রীসঙ্কর্ষণ আদি ভক্তাবতার ঃ—

মূল ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ ।
ভক্ত-অবতার তঁহি অদ্বৈতে গণন ॥ ১১০ ॥

অদ্বৈতপ্রভুর মহিমা ঃ—

অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার ।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার ॥ ১১১ ॥
সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিয়া সব জগৎ তারিল ।
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল ॥ ১১২ ॥
অদ্বৈত-মহিমা অনন্ত, কে পারে কহিতে ।
সেই লিখি, যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥ ১১৩ ॥

আচার্য্যপ্রভুর বন্দনা ঃ—

আচার্য্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার ।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥ ১১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০০। হে উদ্ধব! ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি—আমার তত প্রিয় নই, যেরূপ আমার ভক্ত তুমি আমার প্রিয়।

১০১। কৃষ্ণতে সমতাবুদ্ধি করিলে তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন হয় না।

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

(ব্রহ্মা) তথা ন ; শঙ্করঃ তথা ন ; সঙ্কর্ষণঃ চ ন তথা প্রিয়তমঃ ; শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) তথা ন, আত্মা তথা ন এব (অহং শ্রীমূর্ত্তিরপি নৈব প্রিয়তমা)।

১০১-১০২। সারূপ্যাদি মুক্তিতে, অথবা বিষ্ণুতত্ত্বে কৃষ্ণসাম্যভাবহেতু কৃষ্ণদাস্যমাধুর্য্য তাদৃশ আস্বাদিত হয় না। ভক্তভাবে কৃষ্ণসহ সমত্ব (ভোক্তৃত্ব) না থাকায় চর্ব্ব্যবস্তুর রসাস্বাদনের ন্যায় কৃষ্ণ-মধুরিমা সম্যক্ উপলব্ধ হয়। সাধারণ লোকে মূঢ়তাবশতঃ প্রভুত্বলোভে দাস্যভাবের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিতে স্বভাবতঃই অক্ষম। বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং শাস্ত্রে প্রগাঢ়রূপে প্রবিষ্ট ব্যক্তিই এই সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে পারেন।

১০৫-১০৬। আদি, ৪র্থ পঃ ১৩৭-১৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৬। ভক্তের ভজনীয় বস্তু—কৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্য, ভক্তগণ কিরূপভাবে আস্বাদন করেন, তাহা জানিবার জন্য ভক্তভাবস্বীকার ব্যতীত উহার আস্বাদন অসম্ভব জানিয়া স্বয়ংই ভক্ত হইলেন।

১০৭-১০৯। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ বিভিন্ন রসের আস্বাদনোদ্দেশে তত্তদ্ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরহরি সর্ব্বভাবে পূর্ণ। ভিন্নভাবাশ্রিত ভক্তের ভাব গ্রহণ করিয়া সর্ব্বভাবপূর্ণ গৌরচন্দ্র স্বমাধুর্য্য পান করেন।

১০৯। বিষ্ণুর সকল অবতারগণের কৃষ্ণসেবারই উদ্দেশ্যে ভক্তভাবে অবতরণ করিবার অধিকার আছে। ঈশ্বরভাব অপেক্ষা ভক্তভাবেই আস্বাদনকারী সেব্যের সেবায় অধিক সুখ বোধ করেন।

১১০। অদ্বৈতপ্রভু বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও তিনি শ্রীচৈতন্যপার্ষদোচিত সেবকলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনাকে সেবকাভিমানই বিষ্ণুতত্ত্বের ভক্তাবতারত্ব। মহাবৈকুণ্ঠে শ্রীসঙ্কর্ষণ চতুর্ব্ব্যূহ-ঈশ্বররূপে অবস্থিত হইয়াও মূল-ভক্তাবতার। তাঁহা হইতে কারণবারিতে যে মহাবিষ্ণু, তাঁহার প্রকাশভেদেই আমরা নিমিত্ত ও উপাদানে ঈক্ষণ জানিতে পারি, এজন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব। সঙ্কর্ষণের যাবতীয় প্রকাশভেদেই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের (সেবায়) নিযুক্ত বলিয়া অদ্বৈতপ্রভুও গৌরকৃষ্ণের সেবক বা ভক্তাবতার।

ইতি অনুভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তোমার মহিমা—কোটিসমুদ্র অগাধ ।
তাহার ইয়ত্তা কহি,—এ বড় অপরাধ ॥ ১১৫ ॥
জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ আর্য্য ॥ ১১৬ ॥
দুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তত্ত্বনিরূপণ ।
পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন, ভক্তগণ ॥ ১১৭ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১৮ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্বনিরূপণং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া জগতে নাম-প্রেম দান করায় প্রেমের মহাবন্যা উদিত হইল। মায়াবাদী, নিন্দক প্রভৃতি কয়েকপ্রকার কুতার্কিক সেই বন্যা হইতে পলাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করত শুদ্ধভক্তি প্রচারপূর্ব্বক সেই সকল লোককে শ্রীচরণে আকর্ষণ করিলেন। কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে উদ্ধার করিবার বাঞ্ছায় বারাণসীধামে ভক্তদিগের অনুনয়ে কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে ঐ সকল সন্ন্যাসীকে একত্রে পাইয়া প্রথমে স্বীয় স্বরূপের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। পরে তাঁহাদের জিজ্ঞাসানুসারে মায়াবাদ-সিদ্ধান্তের অমূলক অর্থ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতের সর্ব্ববিধ দোষ দেখাইয়া দিলেন। ভগবদ্দর্শনরূপ সুকৃতিবলে তাহাদিগকে ভক্তিপথে আনয়নপূর্ব্বক কৃপা দান করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহাবদান্যতা-বর্ণন ঃ—

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্ ।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
তাঁহার চরণাশ্রিত, সেই বড় ধন্য ॥ ২ ॥

'বন্দে গুরূন্'-শ্লোকের ছয়তত্ত্বের মধ্যে 'গুরু'-তত্ত্ব ব্যতীত পঞ্চতত্ত্বের বিচারারম্ভ ; অভেদ-সত্ত্বেও রসাস্বাদন-জন্য পঞ্চ ভেদ ঃ—

পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বে কৈল নমস্কার ।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি, এবে পাঁচের বিচার ॥ ৩ ॥

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে ।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ৪ ॥
পঞ্চতত্ত্ব—একবস্তু, নাহি কিছু ভেদ ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্ব বিবিধ বিভেদ ॥ ৫ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের শেষ শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অগতি বা অকিঞ্চনের গতি, পরার্থহীন ব্যক্তির মহদর্থ-সাধক শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করিয়া, তাঁহার প্রেমভক্তির বদান্যতা বর্ণন করিতেছি।

৩। প্রথম পরিচ্ছেদে দীক্ষাগুরু-শিক্ষাগুরু-ভেদে গুরুতত্ত্ব বর্ণন করিয়াছি। "বন্দে গুরূনীশভক্তান্"-শ্লোকোক্ত ছয়তত্ত্ব। এখন এই শ্লোকে গুরুতত্ত্ব বাদে আর পাঁচ তত্ত্বের বিচার করিতেছি।

৬। কৃষ্ণের ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত, ভক্ত-শক্তি—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

অনুভাষ্য

১। অগত্যেকগতিম্ (অগতীনাম্ আশ্রয়ান্তর-রহিতানাম্ একা অনন্যাগতিঃ শরণং তথাভূতং) হীনার্থাধিকসাধকং (অর্থেন পরমার্থেন হীনাঃ বঞ্চিতাঃ হীনার্থাঃ, প্রয়োজনানি ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদয়ো বা, তেভ্যঃ অধিকং মহত্তমং পঞ্চম-পুরুষার্থ-রূপং কৃষ্ণপ্রেম তস্য সাধকং প্রদাতারং) শ্রীচৈতন্যং নত্বা (প্রণম্য) অস্য (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য) প্রেমভক্তি-বদান্যতা (কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-প্রদানরূপ-মহাকারুণ্যং) লিখ্যতে (বর্ণ্যতে)।

৫। শক্তিমান্ বস্তু পাঁচটী বিভিন্নপ্রকার লীলা-পরিচয়ে পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত,—বস্তুত্বে দ্বৈতাভাবহেতু একই হইলেও পঞ্চবৈচিত্র্যময়। এই বিচিত্রতা,—নীরস ভাবের ব্যতিক্রমে